বাঙালীর মুণ্ড।

(সামাজিক [illegible])

দেশের [illegible]

একটু খানি নকল ছা[illegible]

শ্রী ———————— আর্য্যবন্ধু

প্রণীত।

"সাজাইয়ে রাখিনু এই কলঙ্কের মুণ্ড,"
দর্পণে পড়িবে ছায়া, বাঙালীর মুণ্ড।।

কলিকাতা,—গরাণহাটা হইতে

শ্রীঅধরচন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

২

দ্বিতীয় মুদ্রাঙ্কণ।

কলিকাতা,

১১৫/১ নং গ্রে ষ্ট্রীট্—রামায়ণ-যন্ত্রে

শ্রীক্ষীরোদনাথ ঘোষ দ্বারা

মুদ্রিত।

সন ১২৯৪ সাল।

মূল্য ।০ আট আনা মাত্র।

পাঠকের দর্পণ।

পঞ্চতন্ত্রের বচন আছে, "বাসিতং তদ্বনং সর্ব্বং সুপুত্রেণ কুলং যথা।—" বংশে একটী সুপুত্র জন্মিলে সে বংশ সুপুষ্প-বাসিত পুষ্পবনের ন্যায় সুবাসিত হয়। রামায়ণকথা কহিবার সময় আমাদের কথক-ঠাকুরেরা বলেন, হনুমান লাঙ্গুলের দ্বারা লঙ্কাদগ্ধ করিয়া লাঙ্গুলের অগ্নি নির্ব্বাণার্থ সীতাদেবীর স্মরণাপন্ন হয়। সীতাদেবী মুখামৃত দিতে বলেন। বানুরে বুদ্ধিতে হনু সেই উপদেশের মর্ম্মগ্রহণ করিতে না পারিয়া মুখের মধ্যে লাঙ্গুল পুরিয়া দেয়, মুখ খানি পুড়িয়া যায়। সাগরের জলে কালামুখের ছায়া দেখিয়া হনুমান কাঁদিতে কাঁদিতে সীতার নিকট গমন করিয়া মনের দুঃখে দেশত্যাগী হইতে চায়। সীতাদেবী তাহাকে প্রবোধ দিয়া বলেন, "লজ্জা কি?—আজ হইতে তোমার স্বজাতীবর্গ সকলেই মুখপোড়া হইবে।"

কথক-ঠাকুরেরা একথাটী বলেন, ভালই; বাঙ্গালাদেশের বেদীর উপর বসিয়া এই দৃষ্টান্তটী হাস্যরসের সহিত মিশাইয়া বলা হয়,—সেই জন্য আরও ভাল।—বিশেষতঃ আজ কাল।

আজ কাল বিভ্রান্ত বঙ্গসন্তান যে কোন বিভ্রমে বিমোহিত হইয়া কোন প্রকার কলঙ্কডালী মাথায় করেন,—সমস্ত বঙ্গসন্তানকে সেই কলঙ্কডালীর ভার বহন করিতে হয়, একটু একটু অংশও তাহাদের ভাগ্যে লাভ হইয়া পড়ে। হনুমানের ছাইগোষ্ঠি মুখপোড়া;—একজন বাঙ্গালীর মুখপোড়া

হইলে সেই কলঙ্কিত বাঙ্গালীর ছাইগোষ্ঠির মুখপোড়া হইবে না কেন,—বাঙ্গালীব নিকটেই তাহার উত্তর লইতে ইচ্ছা হয়।

বড় দুঃখেই কথাগুলি বলিতে হইল। বিদ্রূপ করিয়া নহে,—ভ্রাতৃগণের প্রতি বিদ্বেষবশে নহে,—সত্যপ্রমাণে,অন্য কোন প্রকার কুঅভিপ্রায়েও নহে,—বড় দুঃখেই বলিতে হইল, আমাদের সমাজে আজকাল যাহা যাহা ঘটিয়া উঠিতেছে, তাহার ভিতর অনেক দেখা যায়,—কোন একটা দুঃখের কথা উঠিলেই লোকে আক্ষেপ করিয়া বলেন, "হইতেছে,—আমার মাথা!—" আমি বাঙ্গালী, আমারও আক্ষেপের কথা কল্যাণের জন্য কতকগুলি অকল্যাণের পরিচয়, বাঙালীর মুণ্ডু!

দর্পণ আমি সাধারণ বঙ্গবাসীর সম্মুখে ধারণ করিলাম, মুখ দেখুন!—ভাল করিয়া, সোজা হইয়া বসুন। চক্ষু অন্যদিকে রাখিবেন না,—কম্পাসের তুল্য দর্পণের উপরই ক্ষণকাল স্থির রাখুন।—দেখুন, বাঙালীর মুণ্ডু!!! মুণ্ডুর মধ্যে একটী নূতন রস আছে। হাসিবার কথায় কাঁদিতে হইবে,—বাঙালীর মুণ্ড!!!

যদি অপরাধী হই,—গালাগালী দিবেন না। গ্রহদেবতাকে দূর হইতে নমস্কার।

কলিকাতা
ভাদ্র—মাঘী পূর্ণিমা
শকাব্দা ১৮০৯।

গরীব
শ্রী———— গার্য্যরত্ন।

বাঙালীর মুণ্ড!

প্রথম কাণ্ড॥

(বাবু কয়ে।)

কলের জাহাজ।

আপনারে নাহি জানে নাদাপারা পেট্।
মাথিয়ে কলঙ্ককালি মাথা করে হেঁট॥
কলঙ্ক-কণ্টকীফুল থরে থরে গাঁথা।
হা কপাল! এত সব বাঙালীর মাথা!

কাল্না হইতে এক খানি কলের জাহাজ কলিকাতায় আহিরীটোলার ঘাটে আইসে। এক বৎসর বৈশাখ মাসে এক জাহাজ নরনারী কলিকাতায় আসিতেছিল, শ্রীরামপুরে সেই জাহাজে একটী বাবু উঠেন। কলের গাড়ীতে এবং কলের জাহাজে মানুষ উঠিলেই টিকিট লইতে হয়, বাবু তাহা জানিতেন;—কিন্তু জাহাজে অত্যন্ত ভিড় ছিল, বাবুটী সেই ভিড় ভেদ করিয়া টিকিট লইতে পারেন নাই। পারেন নাই,—কিম্বা বাবু বলিয়া অভিমান ছিল, ছোট জাহাজের সামান্য পয়সার কথাটা হয় ত গ্রাহ্যই করেন নাই!

আহিরীটোলার ঘাটে জাহাজ আসিয়া লাগিল। সকলেই টিকিট দিয়া নামিয়া গেল, টিকিট নালওয়া বাবুটী টিকিটের বদলে সরকারের হস্তে শ্রীরামপুরের ভাড়া দিতে গেলেন, সরকার তাহা লইল না। কাল্না হইতে ভাড়া চাহিল। বাবু প্রথমে মহা রাগত হইয়া দর্পভরে কহিলেন, "আমার সাক্ষী আছে। শ্রীরামপুরের এক মণিহারী দোকানে আমি এক জোড়া বেলোয়ারি চুড়ী আর একখানা আর্‌সী কিনিয়াছি,—দোকানদার আমার সাক্ষী আছে। সে ব্যক্তি অবশ্যই বলিবে,—শ্রীরামপুর হইতেই আমি জাহাজে উঠিয়াছি।"

দুটী বাবু টিকিট লইতেছিল। মণিহারী দোকানের কথা শুনিয়া সেই দুই জনের মধ্যে এক জন আপনাদের খালাসীদিগকে হুকুম দিল, "এই লোকটাকে আটক কর।" দ্বিতীয় বাবু কহিল, "আটক করিয়া কাজ নাই, উহার বেলোয়ারি চুড়ী আর আর্‌সী আমাদের কাছেই জামিন রাখুক।" জিনিস দেখিয়া প্রকাশ পাইল,—ঐ দুটী সখের সামগ্রীর দাম মোটের উপর খুড় জোর ৮ পয়সা কি ৯ পয়সা! বাবু ওদিকে শ্রীরামপুর হইতে কলিকাতার ভাড়াই সঙ্গে আনিয়াছিলেন,—একটী পয়সাও বেশি ছিল না; গায়ে একখানি নূতন চাদর ছিল,—খালাসীরা তাহা কাড়িয়া লইল,—পয়সা কটী বাঁচিয়া গেল। হাটখোলায় ঘাটের জাহাজীকাণ্ড,—দাঁড়ীমাজীর কাণ্ড, এক প্রকার কুরুক্ষেত্র ব্যাপার। বাবু কয়েববার পুলিশ পুলিশ করিয়া চীৎকার করিয়াছিলেন, কোথায় বা পুলিশ—কোথায় বা কি, অত গোলের ভিতর কেই বা তাঁহার কথা শোনে! চুড়ী গেল,—আর্‌সী গেল,—তার সঙ্গে সঙ্গে চাদর খানিও গেল। বাবু রাগভরে জাহাজ হইতে নামিয়া একছুটেই তীরে উঠিলেন। আবাব বিভ্রাট! আবার গঙ্গা পার! বাবু এ পারে থাকেন না, "গঙ্গার পশ্চিমকল, বারাণশী সমতুল।" একছুটে-বাবুটী গঙ্গার পশ্চিমকূলেই বাস করেন। বাবু আবার একখানি খেয়ার নৌকায় একটী পয়সা দান দিয়া সালিখার ঘাটে অবতীর্ণ হইলেন।

গায়ে চাদর নাই, জামা আছে। জামার পকেটে পাঁচটী পয়সা ছিল, একটী গিয়াছে,—বাকী মজুদ এক আনা রোক!

দ্বিতীয় কাণ্ড।

(দেউলে কল্পে।)

বাবুর বাগান।

বাবু একটী বাগানে বাস করেন। সালিখা হইতে সে বাগান কতদূর; বাবু পদব্রজে গমন করিলেন,—দূরতার বিষয় বাবুই জানেন। বাগানটী বেশ! জমী প্রায় এক বিঘা,—চারি ধারে পগার কাটা,—ধারে ধারে খেজুর গাছ,—মাঝে মাঝে শারী শারী দেবদারু,—ভিতরে ভিতরে প্রাচীন কালে

বৃক্ষ বৃক্ষ আমকাঁঠালের সজীব তরু;—এক ধারে একটী পুষ্করিণী। ধারে আছে বলিয়া লোকে তাহাকে ডোবা বলিত। কেহই সে জল খাইত না, জল টুকু কিছু মিষ্ট বলিয়া বাবু নিজেই খাইতেন। বর্ষাকালে সেই ডোবাতে দুই এক ভার মাছ ফেলিয়া রাখিতেন। ডোবাতে মাছ ভাল থাকে না, বড় বড় ব্যাং থাকে, সেই ভেকেরাই আশ্বিন মাস আসিতে না আসিতে ছোট ছোট চারা মাছগুলি ভক্ষণ করিয়া পেট মোটা করিয়া রাখিত!

বাগানেই বাবুর থাকিবার ঘর। ঘর খানি পূর্ব্বে বোধ হয় সাহেবদের বাঙ্‌লার ন্যায় সুদৃশ্য ছিল,—এখন ভগ্নদশা! সম্মুখটী সদর, ভিতরটী অন্দর। অন্দরের দিকে প্রায় পাঁচ কাঠা জমী প্রাচীর দিয়া ঘেরা। সে দিক দিয়া বাহির হইবারও পথ আছে।

সদরের ঘরে বাবু থাকেন। সন্ধ্যার পর দুটী একটী মোসাহেব দর্শন দেয়। সাদা মাটা ইয়ারকী চলে,—বড় একটা ঘটা হয় না। মাঝে মাঝে এক একদিন এখনকার ফ্যাসনে বেশ জাঁকজমকে বোনভোজন হয়। কিন্তু সে দিন মোল্লাদের আঁস্তাকুড়ে মুর্গীর বাচ্চার বংশনাশ সম্ভব। বাবু এখন মদ খান না,—ইয়ারেরাও পায় না, গাঁজা চলে। বাবু কিন্তু গুলী খান! আর দৈবাৎ সখ করিয়া এক আধ ছিলিম গাঁজা টানেন মাত্র।

বাবুর নাম হংসারাজ পালিত। তাঁহার পিতা একজন বড়মানুষ লোক ছিলেন, মৃত্যুকালে প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা রাখিয়া যান, বাবুর হাতে সমস্তই উড়িয়া গিয়াছে! বাবু অবশেষে কলিকাতার বড় আদালতে ইন্‌সল্‌ভেন্টের আসামী হইয়া দয়াময় ইংরাজ গভর্ণমেন্টের দয়াময় ইন্‌সল্‌ভেন্ট আদালতের অনুগ্রহে সবদিক ফর্সা করিয়া তুলিয়াছেন! সবদিক নিরাপদ! পাঁচ লাখ উড়িয়াছিল, তাহার উপর প্রায় দুই লাখ দেনা! অল্প দিনেই কর্ম্ম রফা!—অল্প দিনেই দেউল!

বাবুর পিতার নাম লোকনাথ মজুম্‌দার। মজুম্‌দারের পুত্র পালিত, ইহাই বা কেমন কথা! এটা আমাদের ভুল নয়, পালিতের সত্যপিতা পালিত ছিলেন,—নূতন পিতা মজুম্‌দার। সত্য পিতার পরিচয়েই পালিত বলা হইয়াছিল। দিন কতক হলধর মজুম্‌দারের পালিতপুত্র হইয়া এই হংসরাজ পালিত ঘরে ঘরে মজুম্‌দার হইয়াছিলেন। বিষয়ের লোভেই মজুম্‌দার,—বিষয়ের লোভেই পরের বাপকে বাপ বলা,—অর্থ লোভেই পালিত

পুত্রের পিতারা অনায়াসে পুত্র বিক্রয় করে ! বাবু হংসরাজ মজুম্‌দার বহু ঐশ্বর্য্যের উত্তরাধিকারী হইয়া লোকসমাজে বাবু হইয়া উঠেন। অবশ্যই হটাৎ বাবু ! অনেক মোসাহেব জুটিল,—অনেক মদ উড়িল,—ইংরেজ-ব্যাপারীরা অনেক টাকা আদায় করিল,—আবকারীর মাশুলে বড় বড় দানসাগরের ফর্দ্দ হার মানিল,—অনেক মেয়েমানুষ বড়মানুষ হইয়া গেল,—মাম্‌লা মকর্দ্দমায় অনেক লোকের কিস্তি মাৎ,—বই বই ব্যাপার,—দেখে কে ? মজুম্‌দার মহাশয় জলপিণ্ডের আশায় কলমের চারা রোপণ করিয়াছিলেন,—মদের তুফানে সে আশায় মদাঞ্জলী। বাবু শেষে দেন্‌দার,—বাবু শেষে ,দেউলে,—বাবু শেষে জুয়াচোর !!!

বাবুর একটী ঘোড়া আছে। ঘোড়ার নাম হংসরাজের ঘোড়া। হটাৎ বাবু আনলে বাবুর যখন খুব পড়্‌তা, সেই সময় লোকে তাঁহাকে হংসরাজ বাবু না বলিয়া রাজাবাবু বলিত। রাজাবাবু হইতে হইতে মোসাহেবের রসনায় শুধু রাজা। রাজা এখন দেউলে রাজা,—তথাপি কিন্তু ঘোড়াটী আছে।

এক দিন একজন বুদ্ধাগাছের মোসাহেব একটু মুরুব্বীয়ানা ফলাইয়া কাঁচু মাচু মুখে যেন একটু কাতর ভাবে বলিলেন, "রাজাবাবু ! ঘোড়াটী আর কেন ? খেতে পায় না,—চর্ম্ম দড়ি,—পায়ে পায়ে জড়াইয়া পড়ে, প্রকাণ্ড একটা অস্থিচর্ম্মের ঠাট খাড়া আছে ; কিন্তু আসলে কিছুই নাই। দিন রাত চরা করে,—লোকের জিনিসপত্র ক্ষতি করে,—লোকে তোমাকে বাপান্ত * করিয়া গালাগালী দেয়,—ঘোড়াটাকেও গুম্ গুম্ করিয়া ইঁট মারে,—কাট মারে,—এগুলো কি ভাল ? ছেড়ে দাও,—ঘোড়ায় আর কাজ কি ?—না খাইয়া মরিবে,—মিথ্যা একটা জীবহত্যার পাপ !"

বাবু একটা প্রকাণ্ড নিশ্বাস ফেলিয়া অর্দ্ধপ্রফুল্ল-গম্ভীর বদনে কহিলেন, "ওহে ! তুমি জান না ; ঘোড়াটা আছে,—ভালই আছে ! ঘোড়াটা থাকাতে আমারও সম্ভ্রম ঘোড়ারও সম্ভ্রম।"

মুরুব্বী জিজ্ঞাসা করিলেন, "ঘোড়ার সম্ভ্রম কি প্রকার ?"

---

* যাহারা পরের বাপকে বাপ বলে, এ প্রকার বাপান্তের সময় তাহাদের কোন্ বাপ আকর্ষিত হয়, ঐ প্রকারের হটাৎ-বাবুগণকে গোপনে জিজ্ঞাসা না করিলে ঠিক উত্তর পাওয়া যাইবে না।

বাবু উত্তর করিলেন, "ঘোড়ার সম্ভ্রম আমার চেয়েও বেশী! লোকে বলে রাজার ঘোড়া। দেখ দেখি, ঘোড়া না থাকিলে এখন কি আর কেহ আমাকে রাজা বলিত? ঘোড়া থাকাতে আমি এখনও রাজা,—ঘোড়াও এখনও রাজার ঘোড়া,—উভয়েরই এখন তুল্য সম্ভ্রম।"

সব সত্য! সব সত্য! সব সত্য! হংসরাজ এখন দেউলে,—ঘোড়াও এখন অনাহারী দেউলে! বাবু বলেন, ঘোড়ার খাতিরে তিনি রাজা, তাঁহার সম্ভ্রম; তাঁহার খাতিরে রোগা ঘোড়াটাও রাজার ঘোড়া। দুই দিকেই দুই পক্ষের উচ্চ সম্ভ্রম! বাবু বলেন সম্ভ্রম, আমরা ত বলি, ইহারই নাম বাঙালীর মুণ্ড!

বাগানে এখন চাস হয়। ধান, কড়াই, মূলা, পেঁয়াজ ইত্যাদি কৃষাণী কাণ্ড সমস্তই প্রায় হয়। বাবু কিন্তু তাহার একগাছি তৃণও প্রাপ্ত হন না, বাগানখানা বন্দক! যাঁহার কাছে বন্ধক, তিনি ঐ বাগানের সমস্ত আওলাত, সমস্ত সাজা জমী দোসরা প্রজা বিলি করিয়া রাখিয়াছেন। প্রজারাই সব করে,—তাহারাই সব পায়। বাবু কেবল অন্ধকার রাত্রে দুটা পাঁচটা পেঁয়াজের গাছ উপড়াইয়া মুর্গী রাঁধেন মাত্র! মুর্গীও চুরী করা!—পেঁয়াজও চুরী করা!

বাবুর পরিবার গণনা করিতে হইবে। যোত্রহীন অক্ষমঋণীগণের পরিত্রাণার্থ ইন্‌সল্‌ভেণ্ট আদালত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া বাবু হংসরাজ পালিত ভিতরে ভিতরে বিলক্ষণ অবসন্ন হইয়াছেন, বাহিরে কিন্তু মুখের দাপট কমে নাই। পালিত যখন মজুমদার হইয়াছিলেন, তখন টাকা ছিল। এখন টাকা নাই,—আর কেন তবে মজুমদার?—কাজেই পুনর্মূষিক! টাকার সঙ্গে সঙ্গে মজুমদারী খেতাবটাও ডুবিয়াছে;—আমরা বলিব, যে পালিত সেই পালিত! বাস হয় বাগানে, সে বাগানখানিও বন্দক। বাগান ছাড়া বাবুর আর অন্য কোন ভদ্রাসন নাই, সুতরাং সপরিবারেই বাগানবাসী! পরিবারের মধ্যে হংসরাজ খোদ! ইনি এখন জীবিত কি মৃত, তাহা কে বলিবে? নড়েন, চড়েন, হাওয়া খান, অভ্যাসবশে ইয়ারকী দেন, মাঝে মাঝে উপবাস করেন, উপবাসের দিন পেট ভরিয়া গুলী খান, সুতরাং তিনি সজীব! বাবু হইলেন প্রথম নম্বর পরিবার। দ্বিতীয় নম্বর ইহাঁর যৌবন কালের বিবাহ করা পরিবার! যৌবন এখন বিদায় হইবার অগ্রেই বৃদ্ধদশা-

প্রাপ্ত হইয়াছে,—অন্দরের পরিবারটীও যৌবন হারাইয়াছেন,—সন্তান হয় নাই। মজুম্‌দারের বিষয় থাকিলে হংসরাজকেও হয় ত কলমের চারা পুঁতিয়া মরিতে হইত! ধরুন, ভালই হইয়াছে! সন্তান হইলে দেউলে রাজার হয় ত বংশবৃদ্ধি হইতে পারিত,—ঘোড়ার সম্ভ্রমের ন্যায় তাহাদেরও হয় ত সম্ভ্রম বাড়িত,—এঅবস্থায় না হওয়াই মঙ্গল! এখন ধরুন, বাবু আর বাবুর পরিবার। তাহার পর ধরুন, বাবুর মাতা। এ মাতাটী হলধর মজুম্‌দারের সহধর্ম্মিণী। ইনিও এখন বাগানে, এই হইল তিন। তাহার পর ধরুন, একটী সাবেক আমলের বৃদ্ধকুকুর, আর একটী পক্ষহীন বৃদ্ধ টিয়া-পাখী। মোটেমাটে ধরুন, হংসরাজের সর্ব্ব শুদ্ধ পাঁচটী পরিবার। ঘোড়াটী এখন পরিবারের মধ্যে ধরা গেল না, ঘোড়া এখন পরের খাইয়া মনিবের সম্ভ্রম বাজায় রাখে!

চলে কিসে? এ তর্ক ছোট নহে। দেউলে লোকের চলে কিসে, ইহা দেউলে লোকেরাই বলিয়া দিতে পারে। মহাজনেরা ডুবিয়া যান; খাতকেরা দেউলে আদালতের কৃপায় মহাজনগণকে ফাঁকি দিয়া সদ্যসদ্যই অধঃপাতে যায়!—চাকরী করিবে, সে বিশ্বাসটা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। কেবল বিশ্বাস হারানো নয়, কলমের চারার গুঁড়ী হয় না। যাহার গুড়ী হয় না,—তাহাতে সার হয় না;—তক্তাও হয় না। কলমের বৃক্ষ আর কলমের বাবু উভয়েই প্রায় অসার হইয়া থাকে। পোষ্যপুত্রের দলে মূর্খই অনেক! চাক্‌রী করিবার ক্ষমতা বড় কম! ভরসা কেবল পতিতপাবন!

এখানে আবার পতিতপাবন কে? হংসরাজের তুল্য সম্ভ্রম-ওয়ালারাই এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিবে। হংসরাজ চোর হন নাই, বিলক্ষণ পাকা রকম জুয়াচোর হইয়াছেন! ভরসা, এখন পতিতপাবন জুয়াচুরী!

জাহাজের খালাসীরা যেদিন চাদর কাড়িয়া লইয়াছে, সেই দিন সন্ধ্যা-কালে হংসরাজ তিন জন বুদ্ধিমান্ ইয়ারের সহিত একত্রে বসিয়া ভয়ানক সর্‌ফরাজী করিতেছিলেন! পূর্ব্বকথিত মুরুব্বী-লোকটীও সেই সর্‌ফরাজীর উপর আগুনমাখা বাতাস চালাইতেছেন। বাবু বলিতেছেন, "দেখিব! দেখিব!!—দেখিব!!!—দেখিব জাহাজ কেমন করিয়া চালায়! জাহাজ-খানা আমি—"

কথার উপর ছোঁ মারিয়া মুরুব্বী কহিলেন, "জাহাজখানায় আমি

আগুন ধরাইয়া দিব। দিবই!--দিবই!!--দিবই!!!--জাহাজপোড়া আগুনে আচ্ছা করিয়া গাঁজা খাইব!--"সদম্ভে এইরূপ বাহাদুরী জানাইয়া মুরুব্বী-লোকটা গাঁজাটানা ভঙ্গিতে কাপড় গুটাইয়া বসিয়া সজোরে তিন বার করতালি দিলেন, করতালির সঙ্গে উচ্চৈঃস্বরে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, "বম্! বম্!! বম্!!!" আমরাও বলি, বম্! বম্!! বম্!!! বাঙালীরমুণ্ডু!!!

তৃতীয় কাণ্ড।

(জুয়াচুরী কল্পে।)

হংসরাজের জুয়াচুরী।

পোড়া দেশে জ্বলিতেছে আগুনের কুণ্ডু।
ঝাঁপিতেছে অভাগারা নীচু কোরে তুণ্ডু॥
হাতীভায়া নেয়ে উঠে নাড়িতেছে শুণ্ডু!
মদে জলে ঝরিতেছে বাঙালীর মুণ্ডু!

দেউলে নাম লইবার সাতমাস পূর্ব্বে হংসরাজের একটা চাকরী হইয়া-ছিল, সেই চাকরীতে উপরী রোজগারও বেশ ছিল। উপরী রোজগার মানে কি,—উপরী-রোজগারওয়ালারা সেটী বেশ জানে। সংসারের অভিধানে উপরী রোজগার মানে গরীবের বুকে পা দিয়া মুখ দিয়া রক্ত বাহির করা। খোলসা কথায় রকম রকম ঘুস খাওয়া! ঘুস খাইতে খাইতে বুক বাড়িলে শনৈঃশনৈ আরম্ভ হয় চুরী করা! হংসরাজ ঐ দুই বিদ্যাতেই মূর্ত্তি-মান্ পরিপক্ক। দশ দিন চোরের এক দিন সাধুর। এক দিন একটা বড় রকম ঘুস আর একটা মাঝারি রকম চুরীর সুযোগে হংসরাজ আফিসের ভিতরেই হাতে নোতে ধরা পড়েন। মনিবটী খুব ভাল ছিল, ঘুসখোরকে ক্ষমা করিলেন,—চোরকে পুলিশের হাতে দিলেন না,—উপদেশ দিয়া চাকরী হইতে বরখাস্ত করিলেন মাত্র।

হংসরাজের চাকরী গেল।—হংসরাজ এক রকম ভিকারী হইলেন। মুষ্টি-ভিক্ষার ভিকারী নহেন, মানুষ ঠকাইবার ভিকারী! মহাজনগুলিকে জন্ম-

শোধ ফাঁকি দিবার মতলবেই সেই বদমাস্ পালিতপুত্রের ইন্‌সল্‌ভেণ্ট লওয়া!

চোরেরা চাকরী গেলে কাবু হয় না, বরং আরও উচুঁদরের বাবু সাজিতে চায়! প্রায়ই আমরা দেখি, ইনসল্‌ভেণ্ট আসামীদের মধ্যে যাহারা যাহারা আরও ভাল রকমে জুয়াচুরী পাকাইতে পারে, তাহাদের সাজগোজটা খুব জাঁকাল রকমের হয়। ইংরেজের ইন্‌সল্‌ভেণ্ট আদালত যাহাকে পদছায়া দেন, তাহার কথা স্বতন্ত্র! যে ব্যক্তিরা যোত্রহীনের পরিত্রাণার্থ মুক্তিমণ্ডপের আশ্রয় গ্রহণ করে না,—অথচ দুই বেলা উদরান্নের জন্য রাত দিন হা হা করে,—এক ফোটা মদের জন্য যাহাদের বুকের ছাতি ফাটিয়া যায়,—তাহাদের আড়ং ধোপের কাপড়ের পাড় প্রায় এক হাত চাওড়া! রকমারি রংয়ের রকমারি রকমারি ঝাড় বুটো কাটা,—রকমারি কামিজ কোট,—ধুতুরোফুলী চাদর,—চাদরের সর্ব্বাঙ্গ বিলাতী এসেন্সের রকমারি গন্ধ ভুর্ ভুর্ করে। চাদরেরা কাহারও স্কন্ধে, কাহারও কণ্ঠে, কাহারও বক্ষে, কাহাও কক্ষে, কাহারও মুষ্টিমধ্যে এবং কাহারও বা চিনেকোটের ঘড়িরাখা পকেটে ক্ষুদ্রাকারে বিরাজ করে! শেষের রকম দুটী হাল আইনের বন্দোবস্ত! বাহার দেখিলেই মনে হয়, সাদা কোঁচ্‌কা কোঁচ্‌কা ফুলের তোড়া! এই দলের বাবু সাহেবদের মাথার উপর কত প্রকার সরিকীজমীর আল্ আটন, তাহা গণনা করা অনুবীক্ষণ বা দূরবীক্ষণ সাপেক্ষ। মাথার উপরেও বিলাতী ছুঁচো বিরাজ করে! চুলের গার্ডচেন অথবা গিল্টী করা পিতলের শিকলেরা এই সকল লোকের ঘড়ীর চেইনের সবস্‌টিচিউড হয়! বাহিরে ইহাদিগকে দেখিলেই নূতন লোকেরা তাক্ হইয়া যায়! এই বেশে এই সকল বদমাস্ প্রায় নিত্য নিত্যই দোকানী ঠকায়,—মহাজন ঠকায়, শুঁড়ী ঠকায়,—আর রাশ রাশ মেয়ে মানুষ ঠকায়!

বাবু হংসরাজ বাহাদুর ইয়ারবক্সী লইয়া গাঁজা খাইতেছেন,—হাতে একটীও পয়সা নাই,—বাড়ীর ভিতরে কাক চিলের ঝক্‌ড়া,—বাহির বাড়ীতে ধোঁওয়া-খাওয়া ফিঙ্গেরা গাঁজার ধোঁয়ায় আমোদী! ভিতর বাহির দুই মহলেই হরিমটকের উপবাস! হংসরাজের দক্ষিণ হস্তের ব্যবহারটী সেদিন কেবল গঞ্জিরাজের গেঁটে কল্কের শক্ত পরিবেষ্টনে! উপায় কি?—মোসাহেব যদিও আগেকার নবাবী আমলের ন্যায় গস্তিতে

বড় বেশী নাই, তথাপি ষষ্ঠিদেবীর কল্যাণে মস্তকগণনায় সেদিন ৪ টী ৫ টী! বাবুর ভাত নাই তাহা তাহারা জানে, কাজেই নিজের নিজের ভগ্নাশ্রম হইতেই দুটী দুটী খ্যাঁসারী মুস্থরীর সহিত আলাপ করিয়া আসিয়াছে! তাহাদের উপর খ্যাঁসারী মুস্থরীর এত অনুগ্রহ কেন,—বিনা চিন্তাতেই তাহা বুঝা যায়। ভট্টাচার্য্যের মুখে প্রায় সকলেই শুনিয়াছেন, যে যেমন দেবতা—তাহার তদ্রূপ ভূষণবাহন! এখানে হংসরাজ দেবতা! হংসরাজ ইন্‌সল্‌ভেণ্ট! তাঁহার মোসাহেবেরাও অবশ্য ন্যূনাধিক পরিমাণে সুবিখ্যাত ইন্‌সল্‌ভেণ্ট! সরকারী রেজেষ্টরী করা না হউক, ঘরাও রেজেষ্টরী ভুক্ত ফুল ইন্‌সল্‌ভেণ্ট হাফ ইন্‌সল্‌ভেণ্ট! এ সিদ্ধান্তে বোধ হয় আর কিছু মাত্র সংশয় রাখা আবশ্যক করে না। বিশেষতঃ গঞ্জিকাদেবীর অনুগ্রহ।

ঠিক প্রাসঙ্গিক না হইলেও এস্থলে একটি গল্প আমাদের স্মরণ হইল; বোধ করি সেটী নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকও হইবে না। একজন ব্রাহ্মণের বাটীতে একবার একটী লোক অতিথি হইয়াছিল। অতিথিটী অস্থিচর্ম্ম অবশেষ! গৃহস্থ তাহাকে যত্ন করিয়া ভোজন করাইলেন,—নিজেও গরীব, তথাপি ব্রাহ্মণ,—ধর্ম্মভাবটী মনে ছিল,—অতিথি সেবায় কাতর হইলেন না। অতিথিকে ভোজনে বসাইয়াছেন,—এমন সময় সেই ধর্ম্মানুরাগী গরীব ব্রাহ্মণটীর কম্প আসিল! একদিন অন্তর তাঁহার জ্বর হয়!—পেটে প্লিহা যকৃত ভরা! কম্প আসিবামাত্র তিন খানি লেপ মুড়ি দিয়া সেই স্থানেই তিনি শুইয়া পড়িলেন। অতিথির ভারি সন্দেহ হইল! পরিতোষরূপে আহার সমাপ্ত করিয়া অতিথি ঠাকুর আচমনান্তে সেই জ্বরাক্রান্ত ব্রাহ্মণের লেপের ধারে বসিয়া রহিল। এ ঠাকুরটীও অবশ্য ব্রাহ্মণ, একথা বলিয়া দেওয়া অনাবশ্যক। অতিথি ঠাকুর কোথায় গেল না। পতির অতবড় অসুখের সময়, অতিথির জ্বালায় ব্রাহ্মণীও কাছে বসিতে পাইলেন না। তিন ঘণ্টা পরে ব্রাহ্মণের কম্প ভঙ্গ হইলে, তিনি উঠিয়া দেখিলেন, লেপের ধারে অতিথি! অতিথিকে তিনি কিছু জিজ্ঞাসা করিবেন মনে করিতেছিলেন, অবকাশ দিবার অগ্রেই অতিথি ঠাকুর উপরপড়া হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার হয়েছে কি?"

ব্রাহ্মণ অতি কাতরভাবে উত্তর করিলেন, "হয়েছে আমার মাথা!

দেড় বৎসর ভুগিতেছি,—একোজ্বর, যকৃত, প্লিহা, অম্ল, উদরী, সব!" উত্তরটী প্রদান করিয়াই অভাগা ব্রাহ্মণ যেন বালকের ন্যায় কাঁদিয়া ফেলিলেন। অতিথির যেন দয়া হইল। অতিথি বুক ঠুকিয়া অভয় দিয়া কহিল, "ভয় কি?—কান্না কেন?—চিন্তা কি?—আমি আরাম করিব! নির্ঘাত ঔষধ জানি। চমৎকার ঔষধ! তিন দিনে আরাম! সেই ঔষধটী তোমাকে দিব বলিয়াই আমি এখানে এতক্ষণ বসিয়া রহিয়াছি।"

তত জ্বরের ধাক্কা,—সর্ব্বশরীর অবশ,—পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক,—তথনও পর্য্যন্ত সম্পূর্ণরূপ শীত ঘুচে নাই,—চিঁচিঁ করিয়া কথা বাহির হইতেছে, তত অসুখের উপর ব্রাহ্মণ যেন কতই সুখে,—কতই আহ্লাদে,—অতিথির পায়ে জড়াইয়া ধরিলেন!

অতিথি কহিল, "গোপনে বলিব। যদি চলিতে পার সঙ্গে এসো, একটু তফাতে।"

অসমর্থ রোগী তখন সে অবস্থায় আসলেই চলিতে পারিতেন না, আরাম হইবার আহ্লাদে অকস্মাৎ কতই যেন বল পাইলেন; একগাছি যষ্টির উপর ভর করিয়া অতিথির সঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ীর বাহিরে প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাত দূরবর্ত্তী এক পুরাতন তেঁতুল বৃক্ষতলে উপস্থিত হইলেন! অতিথি ঠাকুর তখন গম্ভীর ভাব ধারণ করিয়া চুপি চুপি ব্যবস্থা দিলেন, "তুমি এক কাজ কর,—এক এক ছিলিম গাঁজা খাও!"

ব্রাহ্মণ সিহরিয়া উঠিলেন! থর্ থর্ করিয়া সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিয়া উঠিল, দাঁড়াইতে পরিলেন না। অবসন্ন হইয়া ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। অতিথিও সসব্যস্তে উপবেশন করিয়া সদর্পে কহিল, "কাঁপো কেন?—ভয় পাও কেন?—চমৎকার ঔষধ! তিন দিনে আরাম! আমি একজন তাহার প্রবল সাক্ষী;—প্রবল সুপারিস। আমি লক্ষপতির সন্তান ছিলাম,—বৎসরে আমার হস্তে লক্ষ টাকা আসিত,—লক্ষ্মী আমার ঘরেই অচলা ছিলেন, গাঁজার অনুগ্রহে সেই সোনার লক্ষ্মী আমার শীঘ্র শীঘ্র ছাড়িয়া গিয়াছে! এত অনুগ্রহ যাহার, তাহার অনুগ্রহে তোমার সামান্য একটা জ্বরপ্লীহা ছাড়িবে না? অবশ্য ছাড়িবে,—তিনদিনে আরাম।"

এই ব্যবস্থাই সার ব্যবস্থা! বাবু হংসরাজ বাহাদুর গাঁজার অনুগ্রহে লক্ষ্মীছাড়া হইয়াছেন। লক্ষ্মীছাড়ার ইয়ারেরাও লক্ষ্মীছাড়া! লক্ষ্মীছাড়াদের

বজ্জাতি-বুদ্ধি বিলক্ষণ জোয়ায়। জুয়াচুরী বিদ্যায় তাহারা সর্ব্বক্ষণ বিলক্ষণ পটু হইয়া থাকে।

হুহু করিয়া গাঁজা চলিতেছে, ধোঁয়ার ভিতরে হংসরাজ আপনার পেটের ভাবনা ভাবিতেছেন। বেলা প্রায় আড়াই প্রহর অতিত হইয়া গিয়াছে। এমন সময় বাহিরে চিৎকার করিয়া একজন কলু ডাকিল, "চাই—তেল!"

গাঁজার বুদ্ধি ভারি চমৎকার! তেলের চীৎকার শ্রবণ করিয়াই হংসরাজ বীরদর্পে লফাইয়া উঠিলেন। কলুর অপেক্ষা চমৎকার কাঁসা গলায় চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "আয় তেল,—আমার চাই।"

কলু আসিল। হংসরাজ তাড়াতাড়ি বাটীর ভিতর হইতে একটী কাণা-ভাঙ্গা ছাতাধরা মাটির ভাঁড় আনায়ন করিলেন। তৈল চাহিলেন, এক পোয়া,—কলুও দিল এক পোয়া,—দাম হইল এক আনা। ভাঁড়টী হাতে করিয়া বাবু একটু অন্যমনস্কভাবে কলুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার কাছে পয়সা আছে?"

কলু তখন পাড়া বিক্রি করিয়া ফিরিতেছিল, তাহার কাছে পয়সাও ছিল, বাবুর প্রশ্নের উত্তর করিল, "কত চাই?" বাবু প্রফুল্ল হইয়া কহিলেন, "বেশী নয়,—পনের আনা! একটু বোস,—আমি টাকা লইয়া আসিতেছি।"

কলু বেচারা কিছুমাত্র সন্দেহ না করিয়া পনের আনার পয়সা গণিয়া দিল। বাবু তাহা লইয়া স্বচ্ছন্দে দ্রুতপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলেন। বাড়ীর ভিতর হইতে এক একবার উঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিলেন,—কলু চলিয়া গিয়াছে কি না। ইয়ারেরা চলিয়া গিয়াছে, কলু চলিয়া যায় নাই। বাবুরও আবার মৌতাতের ঝোঁক ধরিয়াছে,—বাহিরেই মৌতাতের ভাণ্ডার,—বাহির না হইলেও চলে না,—কলু ত কলু, ধর্ম্মরাজ স্বয়ং মহিষ-পৃষ্ঠে দণ্ডধারী হইয়া উপস্থিত থাকিলেও তখন বাবুর বাহির হওয়া বন্ধ হইবার নয়, মোতাতের কাছে যমরাজের আধিপত্য খুব ঘন ঘন হইলেও জোরে কিছু কম! এ মৌতাত গাঁজার মৌতাত নয়, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বাবু গুলী খান, গুলীর মৌতাত কলুর উৎপাত মানিবে কেন? বুদ্ধির জোরে বাবুর মাথায় অকস্মাৎ এক নূতন ফন্দি আসিয়া দর্শন দিল! বক্ষঃস্থলে কিঞ্চিৎ তৈল মালিস করিয়া,—স্কন্ধে একখানি গামছা লইয়া,—নাভির নিচে কাপড় ঝুলাইয়া বাবু হংসরাজ হংসগতিতে বাহির বাটীতে দর্শন দিলেন।

হতভাগা-কলু তখন পর্য্যন্ত হাজির। বাবু অন্যমনস্কভাবে যেন পাশ কাটাইয়া যাইতে যাইতে তাহার দিকে চাহিয়া যেন কতই অপ্রস্তুত ভাবে কহিলেন, "ও হো হো! তুমি বোসে আছ? ঐ যাঃ!—ভুলে তেল মেখে ফেলিছি!—তেল মেখে বাক্স ছুঁতে নেই,—আজ পেলে না,—কাল এসো।" কলু প্রত্যয় করিয়া চলিয়া গেল। হংসরাজ যেমন টাকা জীর্ণ করে,—তেমন আর অন্য কোন জন্তুই করিতে পারে না! এই হংসরাজ দরিদ্র কলুর টাকাটী জীর্ণ করিয়া ফেলিলেন!—কলু রোজ রোজ হাঁটিল, রোজ রোজ দেখা পায়, কিন্তু টাকাটী আর জন্মেও পাইল না!

হংসরাজ আর একদিন ভারি আশ্চর্য্য মজা করিয়াছিলেন! সেবার আর তেল নয়,—সে দিন ঘোল! কলিকাতার পশ্চিম পারে সকল স্থলে সকল দিন ঘোল ফিরি হয় না,—মাঝে মাঝে এক এক দিন হয়। বাবু হংসরাজ একদিন বেলা ৮ টার সময় একাকী বসিয়া অন্ন চিন্তা করিতেছেন। এমন সময় দূরে ডাকিল, "ঘোল।" হংসরাজ কাণ পাতিয়া শুনিলেন। প্রথমে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিলেন না, আবার ডাকিল "ঘোল।" স্বরটা একটু নিকটে আসিলে হংসরাজ নিশ্চয় করিয়া লইলেন,—ঘোল! ফন্দি আসিল,—ফাঁকি দিয়া ঘোল খাইতে হইবে। ভাত নাই,—পেট ভরিয়া ঘোল খাইলেও একটা দিন কাটিয়া যাইতে পারিবে। ফন্দি আঁটিলেন। এক ধারে এক খানা ছেঁড়া খাটিয়া পাতা ছিল,—তার উপর এক খানা ময়লা সতরঞ্চী! সেই সতরঞ্চী খানা আগা গোড়া মুড়ি দিয়া হংসরাজ শুইয়া পড়িলেন। ডাকিতে ডাকিতে খুব নিকটে আসিয়াই গোয়ালা উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া উঠিল, "ঘোল!"

হংসরাজ কাঁচু মাচু মুখে কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া অত্যন্ত চিঁচিঁ আওয়াজে গোয়ালাকে ডাকিলেন! দ্বিতীয় বার আর ডাকিতে পারিলেন না,—হাত ছানি আরম্ভ করিলেন! গোয়ালা ঘোলের ভার লইয়া নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। বাবু অমনি তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অসুখের ভঙ্গিতে সতরঞ্চী মুড়ি দিয়া শয়ন করিলেন! "উঁ হুঁ-হুঁ—উঁহু-হু—মাগো—যাই গো," ইত্যাদি কাতরোক্তিতে হংসরাজ সেই সতরঞ্চী খানাকে হস্তপদ সঞ্চালনে পুনঃ পুনঃ কাঁপাইতে লাগিলেন।

গোয়ালা ডাকিল, "কি গো মশাই, কে খাবে?—" বাবু আস্তে আস্তে

মুখের সতরঞ্চী খুলিয়া, খাটিয়া হইতে একটু ঘাড় নিচু করিয়া বক্রভাবে গোয়ালাকে দেখিলেন। কম্পিত শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন, "তুই!—তোর ঘোল?—দেখি?—দে একটু।"

খাটিয়ার নিচে একটা মেটে পাথরের আধসেরী বাটি ছিল, বাবু দুই চুমুকে দুই বাটি পার করিলেন,—ক্রমে ক্রমে আরও,—আরও; আরও! একুনে হইল পাঁচ সের মাত্র! বাবু উপর্য্যুপরি তিনটী ঢেকুর তুলিয়া পেটে হাত বুলাইয়া কহিলেন, "তোর বুঝি পয়সা চাই?"

গোয়ালা ফ্যাল ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল!—বাবু আবার পূর্ব্ববৎ ভঙ্গিতে শয়ন করিয়া উঁহুঁহুঁ—উঁহুঁহুঁ—আরম্ভ করিলেন, সতরঞ্চীর ভিতর হইতেই মিহি আওয়াজে কহিলেন, "আজগের দিনটে থাক্‌লে হয় না? ভারি কম্প,—ভারি জ্বর,—মরি আমি! তার উপর দেখ্‌চি ঘোল দিয়ে তুই আমার সদ্যসদ্যই বিকারটা আনালি!—তুই আমার দফা খেলি! পাঁচটা পয়সা বৈ ত নয়!—তা আজ থাক্,—আর মাসের নাসকাবারের এমন দিনে আসিস্।"

গোয়ালা ক্ষণকাল অবাক হইয়া রহিল! অবশেষে কহিল, "আমরা এ অঞ্চলের লোক নই,—দমদমায় ঘর,—একবৎসর পরে এখানে এসেছি, আমাদের পয়সা কি বাকী থাকে?" বার বার এই প্রকার বকাবকি হইতে হইতে বাবু একবার যেন অতি বিরক্ত হইয়া কতই কষ্টে গাঝাড়া দিয়া উঠিলেন। সতরঞ্চী খানাই গায়ে দিয়া কম্পিত কলেবরে গুঁড়ি গুঁড়ি অন্দর মহলে চলিলেন,—পা আর উঠে না! চলিতে চলিতে টাল্ খাইতে-ছেন,—যেন কতই জ্বর,—কতই শীত,—কতই কি! ক্রমাগতই বকিতে-ছেন,—যাহা মুখে আসিতেছে তাহাই বলিয়া ঘোল-ওয়ালাকে গালি দিতে-ছেন;—দেখিতে দেখিতে অদৃশ্য!

গোয়ালা অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করিল। জনপ্রাণীও কথা কয় না। কতক্ষণের পর একজন স্ত্রীলোকের আওয়াজে উত্তর আসিল, "কে তুই?—বাইরে একজন বিদেশী রুগী শুয়ে ছিল,—সে খেয়েছে ঘোল,—আমরা তার কি জানি? এ বাড়ীতে কেউ নেই,—আমরা কেবল মেয়ে মানুষ আছি,—তুই বরং দেখে যা,—এ বাড়ীতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই।"

একটী বৃদ্ধা-স্ত্রীর গলার আওয়াজে গরীব-গোয়ালা এই কথাগুলি শুনিতে পাইল। সে ভাবিল, লোকটা তবে বাটীর ভিতর যায় নাই,—দরজার পাশেই কোথায় পড়িয়া আছে। এই ভাবিয়া একটু অগ্রসর হইয়া দেখিতে গেল, কিছুই দেখিতে পাইল না। ফিরিয়া আসিয়া দেখে ঘোলের ভারটী নাই। চিৎকার করিয়া গালাগালি দিয়া পাড়ার লোক জড় করিয়া বেচারা শেষে রুক্ষ হস্তে ফিরিয়া গেল!—ভারের সঙ্গে তাহার নগদ বিক্রির যে পয়সাগুলি ছিল,—তাহাও গেল!

এই প্রকার জুয়াচুরীতে হংসরাজের ক্রমে ক্রমে অভ্যাস বাড়ে,—তাহার পর বড়দরের প্যাকা রকমের জুয়াচুরী আরম্ভ হয়। ক্ষুদ্র হইতে একটু বৃহৎ আর একটী!

একদিন একটী স্ত্রীলোক একজোড়া তসর কাপড় লইয়া বাজারে বিক্রয় করিতে যাইতেছিল। পথে এক শিবমন্দিরের কাছে হংসরাজের সঙ্গে তাহার দেখা হয়। হংসরাজ সেই তসর কাপড় কিনিবার জন্য দর করেন, সাত টাকা। পথে যাইতেছিলেন,—সাজ গোজ বেশ ছিল,—পকেটেও গাজা ছিল,—কাগজ মোড়া আফিং ছিল,—সেই গাজা মোড়া একখানা ছেঁড়া ইংরেজী কাগজ বাহির করিয়া স্ত্রীলোকটীকে দেখাইলেন; কহিলেন, "আমার কাছে খুজ্‌রো টাকা নাই,—এই দেখ দশ টাকার নোট! সঙ্গে এস,—দোকান হইতে ভাঙ্গাইয়া দিতেছি।"

দোকানেও পাশ দরজা দিয়া হংসরাজের পলায়ন!—হতভাগিনী সম্বল হারাইয়া অঙ্গুলি মট্‌কাইয়া অভিসম্পাত করিয়া কাঁদিতে ২ ফিরিয়া গেল!

চতুর্থ কাণ্ড।

কাকাবাবু।

বাবুর আর দেশে থাকা হইল না। যাহার মুখ দেখেন, তাহার কাছেই মুখপোড়া!—যেদিকে চাহেন,—সেই দিকেই ফরিয়াদি,—সেই দিকেই দাবীদার। তিনি যেন চতুর্দ্দিকে দাবীদারের ভেল্কী দেখিতে আরম্ভ করি-

লেন,—দেশে আর থাকা হইল না। আর গোটাদুই ছোট রকম জুয়াচুরীতে রাহাখরচের সম্বল সংগ্রহ করিয়া বাবু হংসরাজ বাহাদুর পশ্চিমদেশে পলায়ন করিলেন! সেখানকার প্রথম জুয়াচুরী কিছু নূতন রকমের! জুয়াচুরীর বুদ্ধির কাছে অন্য বুদ্ধির অস্তিত্বই প্রায় থাকে না। হংসরাজ একস্থানে গিয়া সেখানকার বড় বড় পদস্থ লোকের নাম ধাম ইত্যাদি জানিয়া লইলেন। যাহাদের নাম ধাম, তাঁহাদের কাছে জানা হইল না,—অন্য কোন অপ্রসিদ্ধ লোকের কাছেই সন্ধান লওয়া হইল। তিনি জানিলেন, সর্ব্বরঞ্জন ঘোষ নামে একটী ভদ্রলোক সেখানকার ডেপুটী-কালেক্টর। তিনি ধার্ম্মিক লোক,—জমিদারের ছেলে,—দানশক্তি বেশ,—এলাকার মধ্যে সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করে,—সকলেই তাঁহার বাধ্য; সদাগর মহাজনেরা বৎসর বৎসর সর্ব্বরঞ্জন বাবুর ক্রিয়াকর্ম্মে বিস্তর টাকার জিনিসপত্র সরবরাহ করে। সকল লোকেই সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে বিশ্বাস করিয়া ধারে জিনিসপত্র দিতে ইচ্ছা করে,—জুয়াচোর হংসরাজ বাহাদুর এ সকল সন্ধানও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অবগত হইলেন। যে দিন সেখানে পৌঁছিলেন,—সেই দিনেই এই সব সুলুকসন্ধান ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া গেল। পরদিন বেলা ঠিক দুই প্রহরের সময় হংসরাজ নিজে বংশেশ্বর ঘোষ সাজিয়া সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বাসাবাড়ীতে উপস্থিত হইলেন! বাসার ভদ্রলোকেরা সকলেই বাবুর অনুগ্রহে আদালতে এক একটী চাক্‌রী পাইয়াছেন,—সকলেই বাবুর সঙ্গে কাছারী করিতে গিয়াছেন,—আছে কেবল তিন জন চাকর,—একজন রসুয়ে ব্রাহ্মণ,—আর একটী প্রাচীনা দাসী। বংশেশ্বর উত্তমরূপ পোশাক করিয়া গিয়াছেন। জরীর তাজ পর্য্যন্ত মাথায় আছে! সঙ্গে লোক জন নাই,—নিজের হস্তে শুদ্ধ একটী প্রকাণ্ড কারপেটের ব্যাগ। বংশেশ্বর যেন সেই ব্যাগের ভরে বেদম হইয়া পড়িয়াছেন,—ঠিক্ এমনই ভাবে সর্ব্বরঞ্জন বাবুর খাসবৈটকখানায় কাৎ হইয়া পড়িলেন। ব্যাগটা ধুপ করিয়া একধারে ফেলিয়া দিলেন। যেন কতই তাচ্ছিল্য,—যেন কতই ঔদাস্য,—যেন কতই নবাবী!

হংসরাজ আপনার পরিচয়ে প্রকাশ পাওয়াইয়া দিলেন, সম্পর্কে তিনি সর্ব্বরঞ্জন বাবুর খুল্লতাত। বহুদিন সাক্ষাৎ হয় নাই, সাক্ষাৎ করিতে আসা। অনেক দূর হইতে আসা হইয়াছে, জমিদারীতে মাম্‌লা মোকর্দ্দমা অনেক,—থাকিবার অবসর নাই,—এক রাত্রি বাস করিয়া, প্রিয়তম ভ্রাত-

পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ সদালাপ করিয়া,—ডেপুটীকালেক্টরী হইতে জজিয়তি লাভের কামনায় আশীর্ব্বাদ করিয়া কল্য প্রত্যূষেই রওনা হইতে হইবে; ধূর্ত্তরাজ হংসরাজ এই প্রকার গৌরচন্দ্রিকা করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

জুয়াচোরের উপস্থিতবুদ্ধিকে সহস্র সহস্র ধন্যবাদ! বাসার ব্রাহ্মণ ও দাসী চাকরকে সমস্ত পরিচয় দিয়া বংশেশ্বররূপী হংসরাজ বিলক্ষণ আসর পত্তন করিলেন। ঝণাৎ ঝণাৎ করিয়া চাকরদের প্রত্যেককে পাঁচ পাঁচ টাকা বক্‌শীশ ফেলিয়া দিলেন। তাহারা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া কাকা বাবুর সর্ব্ব প্রকার সেবা আরম্ভ করিয়া দিল। বাড়ীময় কেবল রব উঠিয়া গেল, কাকাবাবু!—কাকাবাবু!—কাকাবাবু!!!

বাসার সর্দ্দার চাকর ধাঁ করিয়া কাছারীতে ছুটিয়া গিয়া এক জন আম্‌লা দ্বারা সর্ব্বরঞ্জন বাবুকে কাকাবাবুর আগমনবার্ত্তা জানাইল। বংশেশ্বর পূর্ব্বেই গোড়া বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন,—সম্পর্কে খুল্লতাত, জ্ঞাতি খুড়ো। অনেক দিন সাক্ষাৎ নাই,—হইতেও পারে! ডেপুটী বাবু ভাবিলেন, হইতেও পারে;—জ্ঞাতি খুড়ো অনেক থাকে,—হয় ত কোন জ্ঞাতি খুড়ো বিদেশবাসী জমিদার আছেন,—বড় মানুষ,—আদর যত্ন চাই; চাকরকে হুকুম দিয়া দিলেন, "আদর যত্নের ত্রুটী না হয়।" বক্‌শীশ পাওয়া-চাকর আপনার শ্রদ্ধার উপর হাকিমের হুকুম পাইয়া সহর্ষচিত্তে বাসায় চলিয়া গেল!

সর্ব্বরঞ্জন বাবু শেষ বেলা পর্য্যন্ত কাছারী করিলেন। হাহিম তিনি, কাকাবাবুর আগমনের খাতিরে সকাল সকাল ছুটি করিতে পারিলেন না। কাকাবাবু এদিকে বাসার ভিতর ধূম লাগাইয়া দিয়াছেন। সর্দ্দার ভাণ্ডারীকে ডাকিয়া কহিলেন,—"দশটা পাঁটা আন,—দশসের মিঠাই আন, লুচী কর,—বাবুর আম্‌লাদের সব বাসায় নিমন্ত্রণ কর,—উকিল বাবুদের নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাও,—ঠিকা ব্রাহ্মণ যোগাড় করিয়া মজ্‌লীস্‌সই রন্ধন করাও।" এই প্রকার উপদেশ দিয়া দেলখোস্ কাকাবাবু সেই ভাণ্ডারীর পায়ের কাছে দশখানা দশটাকার নোট ফেলিয়া দিলেন। ভাণ্ডারীর আহ্লাদের সীমা নাই। আহ্লাদে ব্যস্ত হইয়া হুকুম তামিল করিতে যাইতেছে, এমন সময় পশ্চাতে ডাকিয়া কাকা বাবু কহিলেন, "আর দেখ,—তোমাদের বাবুকে যাহারা জহরত দেয়,—যাহারা শালরুমাল দেয়,—তাহাদের

জন দুইকে,—যদি পার পাঁচসাত জনকে ডাকিয়া পাঠাও। আমার অনেকগুলি ভাল ভাল জিনিসপত্রের দরকার আছে"।

হুকুম পাইবামাত্রই ভাণ্ডারী ছুটিয়া গেল। পাঁচসাত জন বলিতে বলিতে দশবিশ জন জহুরী ও শালওয়ালা বড় বড় পাকৃড়ী মাথায় দিয়া কাকাবাবুর দরবারে উপস্থিত হইল!—শালওয়ালাদের সঙ্গে সঙ্গে আট দশ জন মুটে! ডেপুটীবাবুর কাকা বাবু, কম ব্যাপার নয়!—স্থূল স্থূল ব্যাপার!

জহরৎ পরীক্ষা করা হইল। শালরুমাল পরীক্ষা করা হইল।—হংসরাজ পূর্ব্বে বিস্তর বাবুয়ানা করিয়াছিলেন,—জিনিস চিনিবার শক্তিটা বেশ জন্মিয়াছিল, ভাল ভাল বাছিয়া বাছিয়া প্রায় পঁচিশ হাজার টাকার মাল পছন্দ করিলেন। পছন্দের মধ্যে জহরতের ভাগ বেশী,—একথা বলিয়া দিবার অপেক্ষা নাই।

ভাল ভাল জিনিস পছন্দ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন কাগজে বংশেশ্বর বাহাদুর জহরৎ গুলি মোড়ক করিলেন। মোড়কের উপর আপনার নাম লিখিয়া নম্বর দিলেন,—শালের বস্তাতেও ঐরূপ চিহ্ন দেওয়া হইল; এইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া চতুরচূড়ামণি হংসরাজ বাহাদুর মহাজনগণকে কহিলেন, "লইয়া যাও। বাবু আসুন,—সন্ধ্যার পর আসিও,—এগুলি সমস্তই আনিও,—সমস্তই আমি লইব,—ধারফের থাকিবে না;—সমস্তই নগদ চুকাইয়া দিব। বাবু আসুন,—সন্ধ্যার পর আসিও।"

মহাজনেরা সকলেই একবাক্যে বলিয়া উঠিল, "সে কি!—সে কি! হুজুর আপনি,—হুজুরের কাকা বাবু আপনি,—আপনার কাছে জিনিস আনিয়া ফিরাইয়া লইয়া যাইব?—এমন আজ্ঞা করিবেন না,—সব থাক্। বাবু আসুন,—দেখুন,—যাচাই করুন,—ভাবনা কি? এক দিন ছেড়ে দশদিন থাক্‌লেও আমরা ভয় করি না,—রাখুন আপনি,—রাত্রে আর কেন?—কল্য প্রভাতে দর দস্তুর হইবে।"এই সব কথা বলিয়া,—চিরবিশ্বাস জানাইয়া,—সমস্ত জিনিসপত্র রাখিয়া ঘন ঘন সেলাম ঠুকিয়া মহাজনেরা বিদায় হইল।

এ দিকে রন্ধন গৃহে মহা ধূমধাম পড়িয়া গিয়াছে। লুচীর উপর নূতন হুকুম হইয়াছে,—মোগলাই পোলাও! পাঁচসাত জন ঠিকা ব্রাহ্মণ, চাটু বেড়ী লইয়া কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গিয়াছে। বাসার রসুয়ে ব্রাহ্মণ

আম্‌লা বাবুদের, উকিল বাবুদের নিমন্ত্রণ করিতে বাহির হইয়াছে, চাকরেরাও ঘন ঘন নূতন নূতন ফরমাইসে মহাব্যস্তসমস্ত হইয়া নানা জিনিসের আয়োজনে চতুর্দ্দিকে ছুটিতেছে, বেলা বড় অধিক নাই।

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর বিলম্ব হইতেছে। নিত্য যেমন সময় আইসেন, সে সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল! সর্দ্দার ভাণ্ডারী কহিল, "আজ বোধ হয় সকল গুলিকে সঙ্গে লইয়া আসিবেন,—তাহাতেই দেরী হইতেছে।" কাকা বাবু কহিলেন, "হোক্ দেরী,—আমি ত পর নই,—তা সে জানে। ঘরের মানুষ ঘরে এসেছি,—হলোই বা একটু দেরী,—তোমরা ত আমার পর নও, যাও কাজ করগে;—কাজ করগে। পোলাওটা যেন ঠিক্ মোগলাই হয়, যাও। আমিও একটখানি বেড়াইয়া আসি,—সন্ধ্যার পরেই ফিরিব,—যাও বাবা পোলাওটা তদারক কর। আর দেখ,— আয়োজনটা যেন বিশ পঁচিশ জনের বেশী হয়, কি জানি,—এখানে আমার আরও পাঁচ জন আলাপী লোক আছেন,—যদি দেখা হয়ে পড়ে, মুখ মুড়িতে পারিব না,—সঙ্গে করিয়া আনিতে হইবে,—আয়োজনটা যেন বেশী হয়,—যাও, কাজ করগে, আমিও উঠি।"

"যে আজ্ঞা" বলিয়া ভাণ্ডারী চলিয়া গেল। সর্দ্দার ভাণ্ডারীটী উৎকল-বাসী, বয়সও কিছু ভারী, সে ব্যক্তি মনের উৎসাহে ক্রমাগত, কক্কা বাবু, কক্কা বাবু, করিয়া চিৎকার আরম্ভ করিল। পেটাও লোক জনের উপর কর্ত্তৃত্ব ফলাইতে লাগিল, "কক্কা বাবু আসিছে,—কক্কা বাবু যাউছি, কক্কা বাবু বেশ মাস্থুষ,—কক্কা বাবু টঙ্কা টঙ্কা ঢালি দিব!" উৎকলবাসী-বৃদ্ধ-ভাণ্ডারী এই প্রকার বহুভাব ভাবিতে ভাবিতে চতুর্দ্দিকে যেন চরকী বাজীর ন্যায় ঘুরিতে লাগিল।

সূর্য্যদেবও ঘুরিতে ঘুরিতে অস্তগমনের জন্য রক্তবর্ণ পোশাক পরিধান করিলেন। জুয়াচোর বংশেশ্বরও কতকগুলি লোকের রক্তশোষণ করিয়া এই অবকাশে চম্পট দিল! ব্যাগ পড়িয়া রহিল,—শালের বস্তা পড়িয়া রহিল,—কেবল অলঙ্কার বহুমূল্য জহরৎগুলি লইয়াই চম্পট!

সন্ধ্যা হইল,—সর্ব্বরঞ্জন বাবু বাসায় আসিলেন। নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকে-রাও একে একে দর্শন দিতে লাগিলেন। আয়োজন সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্।

মোগ্‌লাই রন্ধনের চমৎকার সুবাসে বাসাবাড়ী আমোদিত,—সমস্তই ঠিক্ ঠাক্,—অভাব কেবল কাকা বাবুর!

ভাণ্ডারী বলিল, "কাকাবাবু বেড়াইতে গিয়াছেন,—সন্ধ্যার পরেই ফিরিবেন। যদি তাঁহার অন্য আলাপী লোকের সঙ্গে দেখা হয়,—নিমন্ত্রণ করিয়া আনিবেন, তাহাতেই একটু দেরী হওয়া সম্ভব।"

রাত্রি চারি দণ্ড।—কাকা বাবু ফিরিলেন না। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা বাড়ীতে লাগিল.—সর্ব্বরঞ্জন বাবু উদ্বিগ্ন হইতে লাগিলেন,—কাকা বাবু ফিরিলেন না। কেহ কেহ অন্য প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিলেন।

রাত্রি ছয় দণ্ড।—কাকাবাবুর দেখা নাই। এক প্রহর,—তথাপি দেখা নাই।—দুই প্রহরের কাছা কাছি,—তথাপি কাকা বাবু ফিরিলেন না! উকিলীবুদ্ধি খরচ করিয়া এক জন উকিলবাবু কহিলেন, "বিদেশী মানুষ, নূতন আসিয়াছেন,—একা বাহির হইয়াছেন,—রাত্রিকাল,—অন্ধকার, হয় ত পথ ভুলিয়াছেন;—তত্ত্ব লও।"

সকলেই প্রতিধ্বনি করিলেন, "তত্ত্ব লও।" সর্ব্বরঞ্জন বাবু তত্ত্ব লইবার আদেশ দিলেন। চাকরেরা সেই ঘোর দ্বিপ্রহর রাত্রে কাকাবাবুর তত্ত্ব লইতে ছুটিল। যে যে দিকে যায়,—সে সেই দিকেই চিৎকার করিয়া ডাকে "কাকা বাবু!—কাকা বাবু!—কাকা বাবু!"

আর কাকাবাবু!—কাকা বাবু অন্তর্দ্ধান হইয়াছেন! তিনি আর ফিরিবেন না। তিনি আর ফিরিলেন না। রন্ধনের বস্তুগুলি প্রায় নষ্ট হইয়া গেল,—কাহারও আহার হইল না। প্রভাতে মহাজনেরা সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল,—ধর্ম্মশীল সর্ব্বরঞ্জনবাবু অনর্থক এক জুয়াচোর কাকাবাবুর দায়ে জলজীয়ন্ত পঁচিশহাজার টাকা দণ্ড দিলেন!—এদণ্ডের মূলেও বাঙালীর মুণ্ড!!!

পঞ্চম কাণ্ড।

(বিদ্যাকল্প।)

বাঙালীর আসল মুণ্ডু!!!

এ কাণ্ডে ইংসরাজী কাণ্ড নাই। নিছাঁক বিদ্যাকল্প কাণ্ড। দেশের চতুর্দ্দিকে চীৎকার উঠিয়াছে, ভারতের চমৎকার চমৎকার কল্যাণের, ভারতের চমৎকার চমৎকার উন্নতির আর সীমাসংখ্যা নাই।—বাহবা! শুনিতে অত্যন্ত সুধাময় কথা!—ইংরেজের মুলুকে লেখা পড়ার চর্চ্চা অধিক হইতেছে,—বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি বৎসর ইংরাজী বর্ণমালার ছাব্বিশটা বর্ণকে বহু ভগ্নাংশে বিভাগ করিয়া সহস্র সহস্র ছাত্রকে ছোট বড় রং বেরং মান্য-উপাধিতে অলঙ্কৃত করিয়া সংসার ক্ষেত্রে ছাড়িয়া দিতেছেন,—তবে আর দেশের উন্নতির বাকী কি?

পাঠক মহাশয়েরা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন, আমাদের সিদ্ধান্ত অন্য প্রকার। যাঁহারা গুহ্যতত্ত্ব জ্ঞাত আছেন, তাঁহারা কাঁদেন;—যাঁহারা বাহিরের চটক্ দেখিয়া তুষ্ট হইতে চান, তাঁহারা হাসেন।—উন্নতি উন্নতি বলিয়া দুই বাহু তুলিয়া তাঁহারা নৃত্য করেন, আর উচ্চরবে প্রেমানন্দে হাস্য করেন। ভাবগতিক দেখিয়া শুনিয়া আমরা কিন্তু অবাক হইয়া থাকি।

যাঁহারা লেখা পড়া শিখিতেছেন, তাঁহাদের উপরেই আমাদের ভবিষ্যৎ মঙ্গলের সমস্ত আশা ভরসা নির্ভর করে। বড় দুঃখেই বলিতে হয়, তাঁহারাই অনেকে কিন্তু সর্ব্বপ্রকারে স্বদেশের পরকাল খাইতেছেন।

প্রথমে ধরুন, কলেজ, স্কুল আর পাঠশালা।—এই সকল স্থলে আজ কাল যে প্রকার শিক্ষা হইতেছে, তাহা বঙ্গে অথবা ভারতে না হইয়া বিলাতে হইলেই ভাল মানায়।—কেন আমরা এমন শক্ত কথা বলিতেছি, সাধারণ শিক্ষাবিভাগে বর্ষে বর্ষে ভারতবর্ষের কোটী রক্তবিন্দু দান করিয়া কেন আমরা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ার নির্ব্বাচিত শিক্ষাপ্রণালীর বিরোধী হইতেছি, কেন আমরা উপকারী নরপালগণের নিকটে অকৃতজ্ঞ পাপে পাপী হইয়া শিক্ষা বিভাগের দোষ কীর্ত্তন করিতেছি, এই বিষয়ের কৈফিয়ত তলব

করিয়া প্রাচ্য-পাশ্চাত্য পণ্ডিত লোকেরা আমাদের মাথার উপর গুরুভার প্রশ্ন-প্রস্তর চাপা দিতে পারেন;—আমরা কিন্তু সহাস্য বদনে সেই সকল প্রস্তর দূরে ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়া, সুস্থির ভাবে নির্ভয়ে সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান হইতে পারি।—কেন পারি জানেন?—চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বড় বড় স্কুল-কলেজের উচ্চশ্রেণীস্থ সুশিক্ষিত ছাত্রগণের সহিত তুলনায় এখনকার এম্, এ, বি, এল প্রভৃতি উচ্চ উপাধি-সমলঙ্কৃত সুশিক্ষিত ছাত্রগণ কোন ক্রমেই এক নিক্তিতে অচঞ্চলে দাঁড়াইতে পারেন না।—কেবল ফুলতোল মাত্রই সার হয়!

কথাটা কিছু গোলমাল্ করিয়া বলা হইল;—একটু পরিষ্কার করা আবশ্যক।—আধুনিক ইংরাজী-শিক্ষিত বঙ্গসন্তানেরা সর্ব্বদাই বলেন, "আমাদের দেশে ইতিহাস হয় নাই,—ইতিহাস ছিল না,—ইতিহাস নাই!" বাহবা! এটী ত চমৎকার গৌরবের কথা!—আপাততঃ শুনিলেই বোধ হয় যেন, সুশিক্ষিত বঙ্গযুবকেরা মনস্তাপেই আপেক্ষ করিয়া ঐ কথা বলেন; কিন্তু সূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে মনস্তাপ বোধ হইবে না।—ঐ কথা দ্বারা তাঁহারা প্রমাণ করিতে চান, আমাদের পূর্ব্ব-পুরুষেরা গাধা ছিলেন, ইতিহাসের মর্য্যাদা জানিতেন না,—ইতিহাস লিখিতে পারিতেন না, সুতরাং ইতিহাস নাই! যুবকেরা এখন তাঁহাদের অপেক্ষা পণ্ডিত হইয়াছেন,—বহু পরিশ্রম করিয়া তাঁহারা এখন স্বদেশের চমৎকার চমৎকার ইতিহাস ইত্যাদি প্রণয়ন করিতেছেন!—কথাও হয় ত সত্য।—দেশের ইতিহাস প্রস্তুত করিয়া শিক্ষিত বঙ্গীয় যুবকেরা ইংরাজের নিকট প্রশংসাভাজন এবং ভারতবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা-ভাজন হইতেছেন। ইহা অবশ্যই আমাদের গৌরবের বিষয় বটে, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি,—এ গৌরব আমরা রাখি কোথা?

স্বস্তিঃ! স্বস্তিঃ! স্বস্তিঃ! এখন একবার বিচার করিয়া দেখা যাউক, ঐ গৌরবটা দাঁড়ায় কতদূরে।—বিদ্বান্ ইংরাজেরা ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখিতেছেন,—বঙ্গের ইতিহাস লিখিতেছেন,—পৃথিবীর ভূগোলশাস্ত্র লিখিতেছেন,—বিদ্বান্ পণ্ডিত বঙ্গসন্তানগণ পুরোবর্ত্তী হইয়া তর্জ্জমা করিতেছেন! এ দেশের রাজকীয় ইতিহাস এবং স্থানীয় বিদ্যালয়-সমূহের ব্যবহারোপযোগী পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত হইতেছে। ইংরাজীপড়া বঙ্গযুবকগণ

ইংরাজী ইতিহাস-ভূগোলাদির তর্জ্জমা করিতেছেন।—ঝড়াঝড় তর্জ্জমা! সীসধাতুর বাঙ্গালা অক্ষরে লেখা হয়,—বাঙ্গালা অক্ষরে ছাপা হয়,—বাঙ্গালা টাইটেলে রং থাকে,—সুন্দর সুন্দর ইঙ্গ-বঙ্গীয় রকমারি বর্ণমালায় সুসজ্জিত হয়,—রক্তপীতাদি রঞ্জিত কবরের উপর বাঙ্গালী গ্রন্থকারগণের পুষ্ট পুষ্ট নাম উঠে,—এটী তাঁহাদিগের অত্যুজ্জ্বল গৌরবের পরিচয়! পুস্তকগুলি বেশ! দিব্য চামড়া দিয়া বাঁধা,—কাপড় দিয়া মোড়া,—কিম্বা চিত্রকরা মার্ব্বেল কাগজে ঢাকা!—দেখিতে অতি সুন্দর,—অতি চমৎকার,—অতি মনোহর, বিশ্ববাসীর নয়নরঞ্জন!—কাগজ খুব মোটা,—অক্ষর খুব নূতন, কালি বেশ বিলাতী,—প্রিণ্টার ও দপ্তুরী বেশ পাকা পোক্ত;—পুস্তকগুলি বেশ হয়!—সব ভাল, কেবল একটী দুঃখের বিষয়,—সকলগুলিতে সার নাই! মূলেই গণ্ডগোল!

বোধ করুন, একজন বিলাতী ইতিহাসবেত্তা লিখিলেন, "মহাভারতের পর রামায়ণ।—রাজা দশরথের দুই রাণী,—কৌশল্যা আর কৈকেয়ী। দুই পুত্র;—রাম আর ভরত।—রাবণবধের পর সীতা উদ্ধার করিয়া রামচন্দ্র অযোধ্যায় আসিয়া রাজা হইলেন;—রাজ্যমধ্যে দুর্ভিক্ষ হইল;—রাম মনে করিলেন, সীতা হয় ত তবে অসতী;—তাহা না হইলে রাজ্যে দুর্ভিক্ষ হইবে কেন?—এই ভাবিয়াই সীতাকে বর্জ্জন করিয়া তিনি বনবাস দিলেন।—ষোড়শবর্ষ পরে বাল্মীকির তপোবন হইতে গর্ভজাত পুত্র কুশী-লবকে সঙ্গে লইয়া সীতাদেবী অযোধ্যার রাজসভায় উপস্থিত হইলেন; সব গোল চুকিয়া গেল,—স্ত্রী-পুত্র লইয়া রাজা রামচন্দ্র পরমসুখে রাজ্যসুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।"

পাঠক মহাশয় দেখুন, কেমন চমৎকার রামায়ণ!—এই ত হইল সুপণ্ডিত ইংরাজ-পুরাবৃত্ত-লেখকের, স্বরচিত ইতিহাস।—বাঙ্গালী ইতিহাস লেখক,—কিম্বা শাদা কথায় সুবিদ্বান্ বাঙ্গালী-অনুবাদক অবিকল তাহাই তর্জ্জমা করিয়া লইলেন!!!—এটী কেমন সুন্দর কথা!—সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখের বিষয়, এ সকল কেবল বাঙালীর মাথা,—আর বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ভারতবর্ষের ইতিহাসে পণ্ডিতবর লেথব্রিজ সাহেব লিখিয়াছেন, "অযোধ্যার সূর্য্যবংশীয় যুবরাজ রামচন্দ্র মিথিলার সেই সূর্য্যবংশীয় রাজ-

কুমারী সীতাকে বিবাহ করেন।” এমন চমৎকার বংশনির্ণয় আমরা ত এই ভারতবর্ষে অতি অল্পই দেখিতে পাই।—বঙ্গবাসী অনুবাদক অম্লান-বদনে বাঙ্গালা অক্ষরের ছাপায় তাহাই তুলিয়া লইলেন!!!—এটীও বেশ কথা!—সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখ, ইহা শুদ্ধ বাঙালীর মাথা, আর বাঙালীর মুণ্ডু!!!

এ সকল ত পুরাতন কথা;—অক্লেশে ভুলিয়া গেলেও যাওয়া যায়; অগ্রাহ্য করিলেও করা যায়;—ইংরাজ অধিকারের গুটীকতক নূতন নূতন টাট্‌কা দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক!—পলাসীর যুদ্ধ, কর্ণাটের যুদ্ধ, রোহিলা যুদ্ধ, মহারাষ্ট্রসংগ্রাম, মহীসুরসংগ্রাম, গুরখা-যুদ্ধ, পিণ্ডারি যুদ্ধ, ভরতপুর গ্রহণ, দুই বারের আফগান সংগ্রাম, দুই বারের শীখ-সগ্রাম, সিপাহী বিদ্রোহ ইত্যাদি কথিত যুদ্ধের ছলবল-কৌশলের সময় ইংরাজ-লেখকেরা ভারতবর্ষীয় রাজা, রাণী ও রাজসৈন্যগণকে শত্রু বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন!—শত্রু!—শত্রু!—শত্রু!—Enemy! Enemy! Enemy! বাঙ্গালী অনুবাদক মহাশয়েরা পূর্ব্বাপর বিবেচনা পরিশূন্য হইয়া ঐ বাক্যেরই প্রতিধ্বনি করিয়াছেন!!!—ব্রহ্মরাজ্যেও তিনবার ইংরাজ সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছিল। (১৮২৪। ১৮৫২। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) এই শেষ বারে অভাগা ব্রহ্মরাজকে বন্দী করিয়া মান্দ্রাজে চালান করা হইয়াছে!—এখন হইতেছে মগেরা ডাকাত,—মগেরা ইংরাজের শত্রু! সিপাহী বিদ্রোহের পর দিল্লীর হতভাগ্য বৃদ্ধ চক্রহীন নিঃসহায় নিস্তেজ শেষ বাদশাহকে ধরিয়া রেঙ্গুনে চালান দেওয়া হইয়াছিল!—ইংরাজদিগের মতে এই ব্রহ্মরাজ এবং ঐ রাজ্যচ্যুত বৃদ্ধ দিল্লীশ্বরও ইংরাজের শত্রু!—বাঙ্গালী ইতিহাস লেখকগণের মতেও ঐ!—কিন্তু কিসে যে তাঁহারা ইংরাজের শত্রু হইয়াছিলেন, কিম্বা হইলেন, সহজে ত ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে আমাদের মনে সে মীমাংসা আইসে না। স্বদেশে বসিয়া স্বদেশের উৎপন্নে সন্তুষ্টমানসে জীবন ধারণ করিতেছিলেন,—ইংরাজ রাজের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়া বিশ্বাস রাখিতেছিলেন,—এই ত তাঁহাদিগের অপরাধ!—এই গুরু অপরাধেই কি তাঁহারা ইংরাজের শত্রু?—এই অপরাধেই কি তাঁহাদিগের রাজ্যনাশ বনবাসরূপ গুরুদণ্ড হইয়াছে?—নির্লজ্জ বঙ্গবাসী ইতিহাসবেত্তারা এই সকল প্রশ্নের উত্তর দানে বাধ্য।

আমরা আশ্চর্য্যান্বিত হইতেছি, একটী পৌরাণিক স্ত্রীলোকের যে জ্ঞান ও যে বুদ্ধি ছিল, আমাদের ইংরাজীনবিস-বঙ্গপুত্রগণের সে টুকু পর্য্যন্ত নাই!—বীরবাহু বধের পর তাঁহার শোকসন্তপ্তা জননী চিত্রাঙ্গদা লঙ্কার রাজসভায় আসিয়া পুত্রশোকে যখন বিলাপ করিতে থাকেন, লঙ্কেশ্বর তাঁহাকে এই বলিয়া প্রবোধ দিবার চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে, "রাজ্ঞি! তুমি ঘরে যাও!—দেশবৈরী রাম আসিয়া লঙ্কাপুরী বেষ্টন করিয়াছে,—তাহাকে দমন করিবার জন্য সম্মুখসমরে মহাবীরত্ব প্রকাশ করিয়া তোমার ধন্যপুত্র বীরবাহু বৈরীহস্তে রণশায়ী হইয়া স্বর্গে গিয়াছে।"

চিত্রাঙ্গদা তাহাতে এই উত্তর দিয়াছিলেন যে, "তোমার বুদ্ধি হত হইয়াছে!—দেশবৈরী রাম?—কিসে বল দেখি লঙ্কেশ্বর?—কোথায় তুমি প্রবলপ্রতাপ দশানন, কোথায় সেই জটাধারী বনবাসী তপস্বী মানব রাম?—কোথায় এই সমুদ্র পারে সুবর্ণলঙ্কা, কোথায় সেই গোমতী তীরের ক্ষুদ্ররাজ্য অযোধ্যাপুরী!—রাম কি তোমার লঙ্কারাজ্যের অংশ লইতে আসিয়াছে?—সেই জন্যই কি রাম দেশবৈরী?—হায়! হায়! হায়! কি এ;—মজালে কনকলঙ্কা, মজিলে আপনি!" বঙ্গবাসী ইতিবৃত্তবিৎ পণ্ডিতগণ এটীও ভাবিতে পারেন না!—কাজেই বলিতে হয়, সব ভাল, কেবল একটীমাত্র দুঃখ,—সমস্তই শুদ্ধ বাঙালীর মুণ্ডু!!!

যাক্,—ইংরাজ যাহা ঠিক বুঝিতেছেন, তাহাই লিখিতেছেন।—কিন্তু বাঙ্গালী এ করে কি?—ভাবুন, ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে পাঠানেরা ইংরাজের শত্রু ছিল।—সেই বৎসর আফগান বীরপুরুষেরা শত শত শ্বেতপুরুষ কাটিয়া রক্ত নদী বহাইয়াছিল।—১৮৭৮ অব্দেও আফগানেরা ইংরাজের শত্রু হইয়াছিলেন। লর্ড লিটন তাহাদের বংশনাশ করিবার মতলবে ভয়ানক রাগিয়াছিলেন। এখন কিন্তু সেই পাঠানেরাই ইংরাজগবর্ণমেণ্টের পরম মিত্র! আমাদের বর্ত্তমাণ গবর্ণর জেনারেল এখন আফগান আমীর আবদুর রহমানের সহায়তা ও বাহুবল ব্যতিরেকে রুসিয়াকে পরাজিত ও দূরীভূত করিবার অন্য উপায় দেখিতে পাইতেছেন না! তজ্জন্য আমীরকে কতই খোসামোদ করিতেছেন,—কতই টাকা দিতেছেন,—কতই অস্ত্র পাঠাইতেছেন। ইতিপূর্ব্বে সর্ব্বাপেক্ষা বহু উচ্চ অতুল্য সম্ভ্রম "গ্রাণ্ড কমাণ্ডর ষ্টার অব ইণ্ডিয়া" উপাধি দ্বারা কতই অলঙ্কৃত করা হইয়াছে!—গুরখা এবং শীখেরাও

১৮৪৫—১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের শত্রু ছিল, এখন তাহাদের ভুজবলেই দেশ বিদেশীয় ছোট বড় যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজের পুনঃপুনঃ জয়লাভ হইতেছে।—এখন বাঙ্গালী অনুবাদকেরা কি যুক্তিতে কি ফন্দীতে এই শত্রু-মিত্রভাবের সমন্বয় রাখিবেন? সেই জন্যই বলিতেছি, সব ভাল, কেবল একমাত্র দুঃখ—সমস্তই শুধু বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ধরুন, পররাজ্য গ্রাস।—কর্ণাট, তাঞ্জোর, ঝাঁসী, নাগপুর, সেতারা, অযোধ্যা ইত্যাদি রাজ্য কি প্রকারে গ্রহণ করা হইয়াছে,—হায়দরাবাদের নিজামের বেরার রাজ্যটী কি প্রকারে দখল করা হইতেছে, সেতারার মুমূর্ষু দত্তকপুত্র কি প্রকারে ঝুটা ও বাতিল করা হইয়াছে,—নবাব ওয়াজিদ্ আলী শাহকে কি কৌশলে লক্ষ্ণৌ হইতে মুচিখোলার পিঞ্জরে চুপি চুপি আনয়ন করিয়া "ভারতের সর্ব্বপ্রধান শাসনকর্ত্তা" লর্ড ডেলহাউসি বাহাদুর কি প্রকারে ভারতের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন,—বরদার মলহর রাও একটা দাসীর দ্বারা বাজার হইতে সেঁকো বিষ আনাইয়া রাজ্যের রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারের প্রাণ লইবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন,—কি প্রকার বিচারে তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করা হইয়াছে,—তাহা এবং তৎসদৃশ অন্যান্য কথা অনেকেই মনে মনে জানেন, কিন্তু ইংরাজের উচ্ছিষ্টভোজী বাঙ্গালী-অনুবাদকেরা ইংরাজী মতামতের মহাপ্রসাদ খাইয়া তাহাই বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গালা ভাষায় বমী করিতেছেন!—সেই জন্যই বলিতেছি, সব ভাল, কেবল একমাত্র দুঃখ,—সমস্তই শুধু বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ধরুন, নন্দকুমারের ফাঁসী।—ভারতে ইংরাজ-রাজত্বে ঐটীই প্রথম ব্রহ্ম-হত্যা। যে দিন ফাঁসী হয়, সে দিন এই মহানগরী কলিকাতার কোন হিন্দুগৃহেই হাঁড়ী চড়ে নাই!—একখানি ইংরাজী ইতিহাসে আছে, "নন্দ-কুমার ভারি বদ্‌মাস, ভারি জালিয়াত, ভারি কুচক্রী;—লর্ড হেষ্টিংস্, চিফ জষ্টিস ইম্পি, উভয়েই বেশ মানুষ, সুপ্রিমকোর্ট উৎকৃষ্ট বিচারালয়;—এমন জালকরা অপরাধে ফাঁসী না হইলে ভারতবর্ষ রসাতলে যাইত!"—বাঙ্গালী অনুবাদক, ঠিক যেন ফটোগ্রাফযন্ত্রে ঐ বর্ণনার ফটোগ্রাফী ছায়া-ছবি তুলিলেন!—তাই বলিতেছি, এটাও বেশ বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ইতিহাসে অনেক কথা আছে। তাহা এখন দূরে থাকুক, ভূগোল একবার আসরে আসুক।—ছোট একটী কথাতেই আমারা অদ্য ভূগোল

সমাপ্ত করিব। ভূগোলে দেশ, নগর, পর্ব্বত, নদী, পশু, ফসল ইত্যাদির সহিত দেশবাসী মানবকুলের চরিত্র লিখিত হয়।—এক জন ইংরাজ-ভূগোলবেত্তা বঙ্গবাসীর চরিত্র বর্ণন স্থলে লিখিয়াছেন, "বাঙ্গালী মৃদু, বুদ্ধিমান্, ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসৎ।"—ভূগোল-অনুবাদক বাঙ্গালীসন্তান সচ্ছন্দে তাহাই বাঙ্গালা করিয়া লইলেন!—তাঁহারা ত লিখিলেন, কিন্তু পড়িবে কাহারা? আমাদের ছোট ছোট ছেলেরা।—শিখিবে কি?—তাহাদের বাপ, মা, ভাই, ভগিনী, কুটুম্ব, বান্ধব, খুকী,—দেশশুদ্ধ সকলেই ভীরু, ধূর্ত্ত এবং অসৎ!!!—ইহার মানেও বাঙালীর মুণ্ডু!!!

ইতিহাস গেল,—ভূগোল গেল,—এখন আসুক লেক্‌চার। অনেক দিন হইল, শ্রীরামপুরের এক জন পাদ্রি সাহেব বলিয়াছিলেন, "কালীপ্রসন্ন ঘোষ, একজন কুলীন ব্রাহ্মণ।"—অধ্যাপক মোক্ষমূলর ভট্টাচার্য্য মহাশয় একবার বলিয়াছিলেন, "পণ্ডিত রাজেন্দ্রলালা মিত্র একজন ভারতের শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতশাস্ত্রজ্ঞ কুলীন ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণ।"—বঙ্গবাসীর চরিত্রবর্ণনে লর্ড মেকলে লিখিয়া গিয়াছেন, "মহিষের শৃঙ্গ, ব্যাঘ্রের নখর, ভীমরুলের হুল, যেমন তাহাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র;—বঙ্গবাসী মানুষের পক্ষে তেমনি অস্ত্র চাতুরী—প্রতারণা।"

এই তিনটী পদ তর্জ্জনা হইয়াছে কি হইবে, তাহা আমরা ঠিক জানি না;—কিন্তু যেরূপ অনুবাদের ধূমের যুগ আসিয়াছে, তাহাতে যে, একদিন অবশ্যই উহার অবিকল বঙ্গানুবাদ হইবে না, এমন সন্দেহ আমাদের নাই। তাহাতে বঙ্গানুবাদকেরা অবশ্যই ইংরাজবাক্যের প্রতিধ্বনি করিবেন!—সেই জন্য, বড় দুঃখেই বলিতে হয়; সব ভাল, কেবল মাত্র মন্দ, সমস্তই বাঙালীর মুণ্ডু!!!

এইবারেই বড় শক্ত কথা।—অবশ্যই প্রশ্ন উঠিবে, মানুষমাত্রেরই স্বাধীন মত,—স্বাধীন বিবেচনা শক্তি আছে; অনুবাদকেরা তবে অপরের ভ্রমাত্মক মতগুলির খণ্ডন অথবা শোধনচেষ্টা না করেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর আমরাই জানি।—অনুবাদকেরা তবে অপরের ভ্রমাত্মক মতগুলির খণ্ডন অথবা শোধনচেষ্টা না করেন কেন?—এ প্রশ্নের উত্তর আমরাই জানি।—অনুবাদকেরা বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তত করিতেছেন।—প্রস্তুত করিয়া সেই জোরে আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণের উপে-

ক্ষিত গুরুতর অভাবের পরিপূরণ করিতেছেন। ভারতেতিহাস, বঙ্গেতিহাস,—গঙ্গেতিহাস, রঙ্গেতিহাস, ভূগোলসূত্র, ভূগোলপ্রবেশ, ভূগোলবিবরণ, ভূগোলবৃত্তান্ত, ভূগোলকৃতান্ত, ভূগোলভাত, ভূগোলচাউল, ভূগোলমাথা, ভূগোলমুণ্ডু, কত সৃষ্টিই যে হইয়াছে, তাহা গণনা করিতে সময় লাগে। এ সকল ভূগোলের অনেক গুলিতে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" শব্দ আছে। ইংরাজী অক্ষরে আছে, বাঙ্গালা অক্ষরেও আছে। ব্যাপার খানা কি? ভূগোল অনুবাদকেরা হয় ত তাহা জানেন না; আসল কথা হিমালয়ের ধবলাগিরি ও কাঞ্চন শৃঙ্গ যাহাকে বলে, ইংরাজেরা শুদ্ধ ভাষায় তাহাকে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" বলেন। ইহার আর একটী সংস্কৃত নাম কাঞ্চনজঙ্ঘা। এই দুটী নামই এখনকার বঙ্গের ছেলেরা ভুলিয়া যাইবে। বাঙ্গালা ভূগোল পড়িয়া তাহারা শিখিবে "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা!"—বাঙ্গালা ভূগোল অন্বেষণ করিলে এ প্রকার নূতন নূতন "কঞ্চিঞ্জিঙ্গা" অনেক বাহির হইতে পারে, কিন্তু অন্বেষণ করিবার লোকও নাই,—বোধ হয় আবশ্যকও নাই! অনুবাদকেরা যদি আশ্রয়মতের খণ্ডনচেষ্টা করেন, তাহা হইলে বিদ্যালয়ের ইংরাজ অধ্যক্ষ মহাশয়েরা সেই সকল পুস্তক ছাত্রগণকে ধরাইতে দিবেন কেন? না ধরাইলে পয়সা আসিবে কেন?—পয়সার খাতিরে তাঁহারা সত্যের অপলাপ, ভ্রমের পরিপোশন, বংশের অপমান, দেশের অপমান, জাতির অপমান অক্লেশে সহ্য করিয়া আসিতেছেন,—খণ্ডনচেষ্টা করিলে সে খাতিরের মর্য্যাদা থাকিবে কোথায়?—অনুবাদকেরা যাহা করিতেছেন, তাহা কেবল পয়সার জন্য।—যে কয়েক জন সম্ভ্রান্ত সদ্বিদ্বান্ বঙ্গরত্ন দ্বারা সুসংস্কৃত বাঙ্গালা ইতিহাস ও ভূগোল প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা ক্ষমা করিবেন, হুজুগে দলের মুণ্ডু-প্রকাশ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য।—হুজুগে দল কেবল পয়সা চায়,—উপকারের দিকে ভুলেও মন দেয় না।—পাঠক মহাশয়েরা দৃষ্টান্ত দেখুন, আপনাদের মধ্যে কেহ যদি বহুশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া,—বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতা লাভ করিয়া বাঙ্গালা ভাষায় একখানি বিশুদ্ধ সত্য-পূর্ণ ইতিহাস বহুযত্নে বহুশ্রমে প্রণয়ন করেন, অথচ শিক্ষাবিভাগের দেবগণের শ্রীচরণে লেপন করিবার বিষ্ণুতৈলের দাম না থাকে, কিম্বা গ্রন্থকার নিজে যদি কোন প্রকার বড় মাষ্টার কি মেজো মাষ্টার কি ছোট মাষ্টার না হন, তাহা হইলে তাঁহার

উৎকৃষ্ট পুস্তক একখানিও "ধারে" বিক্রয় হইবে না, কিন্তু হুজুগেদলের পুস্তক এক বৎসরে পঁচিশ "এডিসন" দেখিতে পাইবেন!—এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া অবশেষে এই জিজ্ঞাস্য আসিয়া উপস্থিত হইতেছে যে, আমাদের দেশে কত দিনে স্বজাতির দ্বারা স্বজাতির ভাল জিনিস, খাঁটী জিনিস প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হইবে?—কাতর নয়নে কতকাল আর দেখিতে হইবে,—**বাঙালীর মুণ্ডু!!!**

ষষ্ঠ কাণ্ড।

নূতন জুয়াচুরী!

পাগোল আরাম করা!

সর্ব্বরঞ্জন বাবুর সর্দ্দার ভাণ্ডারীর ককাবাবু পলায়ন করিয়াছেন,—পলায়ন করিয়া অবধি অনেক দিন পরিচিত লোকেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় নাই;—এ সহর হইতে ও সহর,—সেখান হইতে অন্য সহর,—এই রকমেই জুয়াচোরেরা বেদের মত টোল ফেলে! বেশী দিন একস্থানে থাকে না, থাকিতে পারেও না,—কখন কখন এক একটা দাগী জুয়াচোর সহর হইতে সট্‌কিয়া পড়িয়া পল্লিগ্রামে লুকায়। সর্ব্বরঞ্জনের কাকাবাবু পল্লিগ্রামে লুকান নাই,—সহরেই আছেন। যে সহরে কাকাসাজা—সে সহরে নাই, কত সহর পার হইয়া নূতন সহরে বিরাজ করিতেছেন! সাজগোজ সমস্তই বদল করিয়াছেন,—বদল করিয়াই আগেকার গুলি বিক্রয় করিয়াছেন, নূতন পোসাকে নূতন ফ্যাসনে মারহাট্টা দালাল সাজিয়াছেন। দালালেরা অনেক বড় বড় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করিতে পারে। এদালালটীও প্রথম প্রথম দিন কতক তাহাই যোগাড় করিলেন!—আট দশ জনের সঙ্গে বেশ মিলিয়া মিশিয়া কারবার করিতে লাগিলেন। সে কারবারে মন উঠিল না,—পোসাইল না,—চোরের মন, কিছুতেই উঠে না,—কিছুতেই তাহাদের পোসায় না! ক্ষণকালের মধ্যে যাহারা প্রচুর পরের ধন হস্তগত করিতে জানে,—বাঁধা রোজগারে তাহাদের মন উঠিবে কেন? অন্যায় কথা!

Tit for tat.

এ সহরে এই লোকটীর নাম হইয়াছে গরব রাও। বংশেশ্বর নামটা আবেক সহরেই ডুবিয়া রহিয়াছে! হংসরাজ নামটা সঙ্গে সঙ্গেই আছে, কিন্তু গোপন!—এখন ইহার নাম গরব রাও!

দালালী ব্যবসায়ে গরব রাও তুষ্ট থাকিলেন না, অভ্যাসের ব্যবসায়ে মনযোগী হইলেন। দাঁও আঁটিলেন,—মনে মনে এক লক্ষ!—এখন এই লক্ষ্য লক্ষের যোগাড় হয় কিসে?—ফিকিরটা অবশ্যই বড় রকম চাই। গরব রাও একবার ধ্যানে বসিলেন,—আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, "উত্তম ফিকির!"

আলাপী বড় লোকের দলে একটী ত্রিশ বর্ষীয় হিন্দুস্থানী যুবাপুরুষ এই গরব রাওকে বিশ্বাসী বন্ধু বলিয়া সমাদর করিতেন। সেই যুবাপুরুষের নাম ভুখলাল ত্রিবেদী। দেখিতে পরম রূপবান্,—দিব্য মোটাসোটা, মাথায় ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া দিব্য কৃষ্ণবর্ণ কেশ,—মেড়ুয়াবাদী হিন্দুস্থানীর ন্যায় বেমেরামত নাই, সর্ব্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন; মুখ খানিও প্রফুল্ল, মনেও যেন একটু একটু ধর্ম্ম ভাব আছে বুঝা যায়। গরব রাও তাঁহার কাছেই বেশীক্ষণ থাকিতেন। ভুখলালের অনেক টাকা ছিল, দিন কতক একত্র বাস করিতে করিতে সুচতুর গরব রাও বেশ বুঝিতে পারিলেন, লোকটী বেশ বোকা! তাহাকে উপলক্ষ করিয়া শিকারে বাহির হইতে পারিলে অনেক বড় বড় বাঘ ভালুক হাত করা যাইবে। হাত করা যাইবে কি বধকরা যাইবে গরব রাও তাহা জানিতেন। ভুঃখলাল তেওয়ারী তাঁহার কাছে অনেক প্রকার "সুশিক্ষা" প্রাপ্ত হইলেন, সেই সকল সুশিক্ষা প্রভাবে টাকাওয়ালা ন্যাকা বোকা ভুখলাল তেওয়ারী একটু যেন বেশ চালাক চতুর হইয়া উঠিলেন। ফন্দি যোগায় না,—কিন্তু ফন্দির কার্য্যে সহায় হইতে বেশ পারেন। দশকর্ম্মান্বিত বুদ্ধিমান্ গরব রাও তাহাই যথেষ্ট বিবেচনা করিলেন।

নানাপ্রকার লোভ দেখাইয়া,—অনেক রকম সুখের কথা বুঝাইয়া, ঠিক যেন পাখী পড়াইয়া,—দালাল চূড়ামণি গরব রাও সেই ভুখলালকে এক প্রকার যাদু বানাইয়া ফেলিলেন। লক্ষটাকা উপার্জ্জন করিতে হইবে, শুধু হাঁড়িতে পাত বাঁধিলে চলিবে না। ভুখলালের টাকা ছিল, পাঁচ সাত হাজার সঙ্গে লইয়া গরব এবং ভুখলাল উভয়েই রাত্রিকালে সে সহর হইতে পলাইয়া দূরবর্ত্তী অন্য এক সহরে উপস্থিত হইলেন।

সেখানে মারহাট্টা বেশধারী দুরন্ত হংসরাজ একপ্রস্থ রাজবেশ খরিদ করিয়া দুখলাল তেওয়ারীকে সাজাইলেন,—সহরের এক প্রান্তভাগে প্রকাণ্ড একখানা বাড়ী ভাড়া লইলেন। লোক লস্কর, গাড়ি ঘোড়া, ভোজ নাচ, খুব ধূমধাম চলিতে লাগিল! রাজা আসিয়াছেন বলিয়া পাড়াময় টি টি পড়িয়া গেল! রাজা আর দালাল প্রতিদিন অপরাহ্নে ভাল ভাল গাড়ী করিয়া সহরের জহুরী পাড়ায় ভ্রমণ করেন,—ভাল ভাল জহরাত কিছু কিছু খরিদ করাও হয়!—নিত্যই প্রায় খরিদ! জহুরীরা রাজা বাহাদুরকে বড়ই খাতির করিতে আরম্ভ করিল। রোক রোক টাকা!—ক্রমশঃই বিশ্বাস বাড়িয়া গেল!—রাজাও পূর্ব্ববৎ জহরাত খরিদ করিতে অভ্যস্থ হইলেন। দিন দিন কিছু কিছু বেশী!—ঘরের টাকাও ফুরাইল!—বাকী কেবল দুই হাজার মাত্র। রাত্রিকালে দুখলালের সঙ্গে দালালের নিত্য নিত্য পরামর্শ চলে। শেষ দিন বৈকালে দুখলাল একাকী অল্পমাত্র টাকা সঙ্গে লইয়া নগরের এক ডাক্তার খানায় উপস্থিত হন!—ডাক্তারটী বিদেশী। রাজা তাঁহাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার কবুল করিয়া ব্যগ্রভাবে কহিলেন, "আমি অমুক স্থানের রাজা, আমার একটী ভাই পাগোল। স্বদেশে অনেক প্রকার চিকিৎসা হইয়াছে,—কিছুতেই কিছু হয় না। শুনিয়াছি আপনি খুব ভাল ডাক্তার!—আপনি যদি নির্দ্দোষে আরাম করিতে পারেন,—এই পুরস্কারের উপর আরও দশ সহস্র মুদ্রা পুরস্কার পাইবেন। বরং আমার অগ্রিম প্রতিশ্রুত সহস্রমুদ্রা অগ্রিম গ্রহণ করুন!" এই বলিয়া রাজাবাহাদুর তৎক্ষণাৎ সেই ডাক্তারের হস্তে সহস্র মুদ্রার নোট প্রদান করিলেন। ডাক্তারটী ভারি খুসী!—হাসি খুসী করিয়া ডাক্তার সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রোগটার রকম কি?"

রাজা উত্তর করিলেন, "রকম কিছুই নয়,—কেবল টাকা! টাকা! টাকা! কোথাও কিছু নাই,—চিৎকার করিয়া বলিয়া উঠে, আমার টাকা!—আমার টাকা!—কৈ আমার টাকা!—সর্ব্বক্ষণ বলে না, থেকে থেকে যেন ক্ষেপিয়া উঠে!"

ডাক্তার সাহাস্য বদনে একটু ঘাড় নাড়িয়া গম্ভির স্বরে কহিলেন, "বুঝিয়াছি। ছোট রোগ,—সবে মাত্র সঞ্চার হইতেছে,—শিঘ্রই আরাম হইবে।"

দালাল গরব রাও যেমন যেমন শিখাইয়া দিয়াছিলেন, ঠিক্ ঠিক্ সেই রকম বন্দবস্ত করিয়া রাজা বাহাদুর দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন পূর্ব্বক ডাক্তার সাহেবকে সেলাম ঠুকিলেন!—প্রতিশোধ পাইলেন,—পরস্পর করমর্দ্দন করিলেন;—রাজার গাড়ী জহরীপটীতে ছুটিল।

বড় জহুরীর দোকান।—এই দোকানেই রাজাবাহাদুরের বেশী খাতির,—বেশী আনুগত্য। উপস্থিত হইবামাত্র আসন ঝাড়া,—গদি সাফ করা,—দুই হাত তুলিয়া সেলাম করা,—ইত্যাকার মহা আড়ম্বরে অভ্যর্থনার ধূম পড়িয়া গেল!—রাজা উপবেশন করিলেন। গরব রাও যেমন যেমন মন্ত্র ফুকিয়া ছিলেন,—রাজাবাহাদুর ঠিক ঠিক স্মরণ করিয়া সেই পরামর্শ অনুসারেই কাজ করিতে সুরু করিলেন। বাছিয়া বাছিয়া মণিমুক্তা প্রভৃতি প্রায় লক্ষ টাকার জিনিস পছন্দ করিলেন। মূল্য বাহির করিবার সময় ছল করিয়া কহিলেন, "আজ আর লওয়া হইল না।—সব টাকা সঙ্গে নাই।—আজ থাক!" জহুরী সশব্যস্ত হইয়া কহিল, "সেকি মহারাজ? থাকিবে কেন?—লইয়া যান!—লক্ষ টাকা কি,—দশ লক্ষ টাকা আপনি লইয়া যাইতে পারেন!—সচ্ছন্দে লইয়া যান।"

গরবের পরামর্শে গম্ভীর বদনে রাজা কহিলেন, "না—না—না,—তাহা হইতে পারে না। কি জান বাবু সাব,—মাটির শরীর,—এখন আছে তখন নাই,—রাত্রির মধ্যে যদি মরিয়া যাই,—তোমার এর টাকাগুলি নষ্ট হইবে! আজ থাক,—কল্য লইব।"

জহুরী তথাপি জিদ করিতে লাগিল। রাজা লইবেন না,—জহুরী জোর করিয়া তাঁহাকে গছাইয়া দিবেই দিবে,—ইহাও বড় আশ্চর্য্য তামাসা!

রাজা মনে মনে খুসী হইতেছেন। পুনর্ব্বার ছল করিয়া কহিলেন, "আপনারা ভদ্রলোক,—আপনাদের বিশ্বাস এমনই হওয়াই উচিত! আপনারা মহাজন,—আপনাদের ভদ্রতা ভদ্রলোকের কাছেই ঠিক থাকে; কিন্তু কি জানি?—শরীরের ভদ্রাভদ্র বলা যায় না।"

এইরূপ ভূমিকা করিয়া রাজা বাহাদুর ক্ষণকাল গম্ভীর ভাবে নতমস্তকে মনে মনে কি চিন্তা করিলেন। চিন্তা কিছুই নয়,—পরামর্শ দাতা জুয়াচুরীর গুরু গরব দালালের উপদেশগুলি একবার ভাল করিয়া মনে মনে আওড়াইয়া লইলেন। তাহার পর ইতঃস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া জহুরীকে

কহিলেন, "দেখুন, এক কাজ করুন,—আপনাদের একজন লোক সঙ্গে দিন,—ভদ্রলোক দিবেন,—আমার গাড়িতেই এক সঙ্গে যাইবেন, বাটীতে গিয়াই টাকা দিব।"

রাজার সঙ্গে যাইবে,—সুতরাং ভদ্রলোক দিতে হইবে। জহুরী একজন সর্দ্দার কর্ম্মচারীকে রাজার সঙ্গে দিলেন। সেই কর্ম্মচারী অবশ্যই ভদ্র-সন্তান,—দেখিতেও শ্রীমান্।

রাজা সেই মনোনিত অলঙ্কারগুলি আপনার অঙ্গাবরণ মধ্যে আবৃত করিয়া লইয়া শকটারোহণ করিলেন,—সঙ্গে জহুরীর কর্ম্মচারী!

খানিক দূরের এক খানা বিখ্যাত কাটাকাপড়ের দোকান হইতে রাজা এক সুট উত্তম পোষাক খরিদ করিলেন;—সেই দোকানেই জহুরীর কর্ম্ম-চারীকে নূতন পোষাক পরাইলেন,—লোকটীর পুরাতন বস্ত্রাদি দোকানেই আমানত রহিল। গাড়ী চলিয়া গেল।—সরাসর সেই পূর্ব্বকথিত ডাক্তার-খানায়।

ডাক্তারখানার নিচের ঘরে লোকটীকে বসাইয়া রাজা বাহাদুর মস্ মস্ শব্দে উপরে গেলেন। হস্তধারণ পূর্ব্বক চুপি চুপি ডাক্তারকে কহি-লেন, "আনিয়াছি,—আসিয়াছে,—একটু পরেই পাগোল হইবে!—সূর্য্যা-স্তের মধ্যেই দুই তিনবার ক্ষেপিবে!—সন্ধ্যা হইলে আরও হাঙ্গামা করিবে, খেয়াল ধরিলেই ঐ রকম করে!—কেবল বলে, টাকা দাও! টাকা দাও! টাকা দাও! আপনি একটু অপেক্ষা করুন;—দুই একবার উপদ্রব আরম্ভ করিলেই জানিতে পারিবেন।"

বেলা তখন দুই এক দণ্ড মাত্র অবশিষ্ট! লোকটী ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়াছিল,—বিলম্ব দেখিয়া ডাক্তারখানার এক জন চাকরের দ্বারা উপরে বলিয়া পাঠাইল,—"টাকা দিতে বল,—অনেক টাকা,—বেলা গেল।"

উপরে সংবাদ পৌঁছিল,—রাজা হাস্য করিলেন,—ডাক্তারও ঘাড় নাড়িয়া হাসিলেন। ক্ষাণিক পরে লোকটী নিজেই বারম্বার চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "কতক্ষণ বসিব?—কতক্ষণ থাকিব?—টাকা কৈ?—অলঙ্কারের টাকা,—রাজার টাকা,—সংবাদ দাও,—বেলা গেল।"

হাসিতে হাসিতে ডাক্তারের হস্ত ধারণ করিয়া রাজা কহিলেন, "ঐ শুনুন,—বড় বেগতিক,—আপনি যান,—আমি গেলে আরও বাড়াইবে,

ছোট ভাই কি না?—আব্দার করে কি না?—আমাকে দেখিলেই বড় বাড়ায়! রোগটা যেন কতই বাড়ে;—আমি যাইব না,—আপনি যান। যা হয়—একটা ব্যবস্থা করুণ,—আরাম করিলে আর দশ হাজার! তার মধ্যে আরও এক হাজার অগ্রিম গ্রহণ করুন।” যথার্থই আরও সহস্র মুদ্রা ডাক্তারের পকেটে তৎক্ষণাৎ অগ্রিম প্রদত্ত হইল।

ডাক্তার হাসিতে হাসিতে নীচে নামিয়া আসিলেন।—লোকটীকে দেখিয়াই হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন, “যুবরাজ! আপনি চান্ কি?”

লোকটী থতমত খাইয়া কহিল, “যুবরাজ কোথায়?—যুবরাজ ত উপরে গিয়াছেন,—আমি আসিয়াছি,—টাকা চাই,—জহুরীর টাকা,—রাত হয়, আপনি বলুন,—টাকা চাই!”

হাস্য করিয়া ডাক্তার কহিলেন, “আমিও ত সেই কথা বলিতেছি, টাকা চাই!—টাকা আপনি আমার কাছেই পাইবেন!—আসুন আমার সঙ্গে!”

লোকটী কি করে,—ধীরে ধীরে সঙ্গে সঙ্গে চলিল। ডাক্তার তাহাকে পার্শ্ববর্ত্তী আর একটা ঘরের ভিতর লইয়া গিয়া একখানা চৌকিতে বসাইলেন। মাথায় হাত দিয়া ঘাড়ে হাত দিয়া নাড়ী দেখিয়া সহাস্য-বদনে বলিতে লাগিলেন, “টাকা এই খানেই আছে,—শীঘ্রই পাইবেন, চুপ করিয়া বসুন,—বকিবেন না,—আরও গরম হইয়া উঠিবে,—চিন্তা কি? আমিই টাকা দিব!”

লোকটী কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। ডাক্তার একদৃষ্টে তাহার মুখ পানে চাহিয়া রহিয়াছেন,—এক একবার নাড়ী পরীক্ষা করিতেছেন। লোকটী মনে মনে বিরক্ত হইয়া হাত টানিয়া লইয়া একটু উত্তেজিত স্বরে কহিল, “আপনি করেন কি?—নাড়িতে আমার কি আছে?—আমার কোন ব্যারাম নাই,—টাকা লইতে আসিয়াছি,—রাজা অলঙ্কার লইয়াছেন, টাকা দিবেন,—টাকা পাইলেই চলিয়া যাই।”

ডাক্তার এইবারে হাস্য গোপন করিয়া একটী বাক্সের কাছে গমন করিলেন। লোকটী ভাবিল,—ইহার কাছেই হয় ত রাজার টাকা জমা আছে, বাক্স খুলিয়া তাহাই দিবে। ডাক্তার বাক্স হইতে ক্ষুদ্র একটী চামড়ার ব্যাগ বাহির করিয়া মৃদুপদে একবার গৃহান্তরে প্রবেশ করিলেন। দুই জন খোট্টা

বেহারা সঙ্গে করিয়া দ্রুতপদে পুনঃপ্রবেশ করিয়াই লোকটীকে চাপিয়া ধরিলেন!—খোট্টারা সজোরে লোকটীর দুই খানি হাত ধরিয়া চৌকির উপর চাপিয়া রাখিল। পশ্চাদ্দিক্ হইতে ডাক্তার সেই পূর্ব্বকথিত চামড়ার ব্যাগ হইতে একখানি সূক্ষ্ম অস্ত্র বাহির করিয়া বেচারা গোমস্তার ঘাড় পেঁচিয়া দিলেন!—জ্বালার চোটে সেই নিরীহ লোকটী যেন হাফ্ জবাই মুর্গীর ন্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিল। ডাক্তার তাহার ঘাড়ে ও মাথায় জল ঢালিতে হুকুম দিয়া বাহির হইতে ঘরের দরজায় চাবি দিলেন! জহুরীর টাকা লইতে আসিয়া ভদ্রসন্তানটী পাগোল হইয়া আটক রহিল! ডাক্তার খিল্ খিল্ করিয়া হাসিতে হাসিতে উপরে উঠিলেন। রাজা পুনঃ পুনঃ প্রতিক্ষা করিতে ছিলেন,—সিঁড়ির উপর ডাক্তারকে দেখিয়াই সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "হইয়াছে?" ডাক্তার হাস্য করিয়া ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিলেন, "হইয়াছে। যাহা বলিয়াছি,—তাহাই ঠিক হইবে। রোগটী এখনও শক্ত হইয়া দাঁড়ায় নাই,—তিন দিন একটু একটু রক্ত বাহির করিলেই সারিয়া যাইবে!—" দালালের উপদেশ মত ডাক্তারকে শত শত ধন্যবাদ দিয়া,—তিন দিন পরে আসিয়া ভাইটীকে লইয়া যাইবার অঙ্গীকারে রাজা বাহাদুর বিদায় হইলেন,—ভাইটী ডাক্তারখানায় পাগোল হইয়া আটক রহিল!

রাত্রি হইল,—জহুরীর গোমস্তা জহুরীর দোকানে ফিরিল না,—দোকানের সমস্ত লোকই ব্যস্ত হইয়া উঠিল! রাত্রি দেড় প্রহরের পর একজন একখানা গাড়ী করিয়া নূতন খরিদ্দার রাজার বাসাবাড়ী পর্য্যন্ত গেল, সমস্তই শূন্যময়!

রাজা যখন ডাক্তারখানা হইতে বিদায় হন, তখন রাত্রি বোধ হয় চারিদণ্ড পূর্ণ হয় নাই। তাঁহার গাড়ীখানা আধ ঘণ্টার ভিতরেই ঠিকানায় পৌঁছিয়াছিল। রাজা শীঘ্র শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া গরবের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন,—আহ্লাদ প্রকাশ করিবার অবকাশ হইল না,—কেবল সংক্ষেপে কার্য্যসিদ্ধি জানাইয়াই দালালের সঙ্গে তাড়াতাড়ী বাড়ী হইতে বাহির হইলেন। কোথায় গেলেন,—কি প্রয়োজন,—বাড়ীর লোকের কেহই তাহা জানিল না। গিয়াও থাকেন অমন,—চাকর লোকেরা তাহাতে কিছু সন্দেহও করিল না। জহুরীর লোক আসিয়া যখন উপস্থিত হইল,—তখন রাত্রি প্রায়

দুই প্রহরের কাছাকাছি। চাকরলোকেরা সকলেই নিদ্রাগত,—একজন মুসলমান্ দ্বারোয়ান্ আপনার খটিয়ায় শুইয়া, “নিমকৃহারামে মুলুক ডুবায়।” এই সুরে লক্ষ্ণৌ ঠুংরিং ধরিয়াছে। জহুরীর লোক তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, “মহারাজের সঙ্গে ভদ্র জহুরীর গোমস্তা আসিয়াছিলেন,—কোথায় গেলেন ?”

গীতে বাধা পড়াতে মহা রাগত হইয়া দ্বারোয়ান উত্তর করিল, “কোথাকার গোমস্তা ?—কোথাকার ভদ্র ?—আমরা চিনি না,—মহারাজ বাড়ীতে নাই।”

জহুরীর লোক অনেকক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কিছুই সন্ধান পাইল না। কল্য প্রাতঃকালে আসিবে স্থির করিয়া সন্দিগ্ধচিত্তে ফিরিয়া গেল।

প্রাতঃকাল আসিল,—জহুরীর লোকজন আসিল,—রাজা নাই! রাজার ত জিনিসপত্র সেখানে প্রায় কিছুই। ছিল না,—কেবল ঘর সাজান চটকৃসই যাহা কিছু ভড়ংদারী ভেক ছিল,—সে ভেক এখন নিৰ্জ্জীব হইয়া পড়িয়া আছে। রাজা তাহার কিছুই লইয়া যান নাই!—পাঁচ সাত দিন অনুসন্ধান হইল,—রাজার কোন সন্ধান পাওয়া গেল না।

রাজা তিন মাস সেই সহরে ছিলেন। বড় রাজা বলিয়া বাড়ীওয়ালা বাড়ীভাড়ার তাগদা করে নাই,—চাকরেরাও মাহিনা চায় নাই,—যাহারা জিনিসপত্র জোগান দিয়া ছিল, তাহারাও কিছু করে নাই,—নিত্য নিত্য ভাল ভাল নূতন নূতন গাড়ী ঘোড়া ভাড়া করা হইত, এককালে বেশী টাকা পাইবে ভাবিয়া আস্তাবলওয়ালারাও গা নাড়ে নাই,—সকলেই ফাঁকিতে পড়িল! পুলিশের অনুসন্ধানে ডাক্তারখানা হইতে জহুরীর গোমস্তা বাহির হইল!—প্রমাণে ডাক্তার নির্দ্দোষ হইলেন,—জহুরীর লাকটাকা গেল!

অপরাপর লোকেরাও ষোল আনা ঠকিল! জুয়াচোরেরা নির্ব্বিঘ্নে পলায়ন করিল। কোথায় গেল,—কেই বা দেখে,—কেই বা সন্ধান লয়, কেই বা ধরে।—তাহারা সেই রাতারাতি ভেক বদল করিয়া গরীব সাজিয়া বাঁকা পথে প্রস্থান করিল।

যখন ভেক বদল হয়, সে সময় ধড়ীবাজ জুয়াচোর হংসরাজ সেই ভেওয়ারী-ব্রাহ্মণের জুয়াচুরী অর্জ্জিত মণি-রত্নগুলি নিজেই বাছিয়া লয়,

নিজেই রাখে,—তাহার নিকট হইতে কেহই বাহির করিতে পারিবে না, এইরূপ স্তোক দিয়া বোকা তেওয়ারীটাকে ভুলায়! রাত্রিকাল!—ঘোর অন্ধকার! তাহাতে বাঁকা বাঁকা সাপ খেলান রাস্তা!—আসে পাশে গলি ঘুঁজি,—জুয়াচোর হংসরাজ একটা অন্ধকার গলির মোড়ে উপস্থিত হইয়াই তেওয়ারীকে ফেলিয়া ছুট! পড়ে ত মরে!—বেদম ছুট! কোন্ দিক দিয়া কোথায় লুকাইয়া গেল, তেওয়ারী তাহার কিছুই ঠিকানা করিতে পারিল না। শেষকালে নিজেই অবসন্ন হইয়া একটা গলির একধারে শুইয়া পড়িল। ভোর হইলে জনকত লোক তাহাকে ধরিয়া সন্দেহক্রমে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল,—জন্ম-বোকার তখন একটু বুদ্ধি যোগাইল। নৌকা ডুবীতে সর্ব্বস্ব গিয়াছে,—এই মিথ্যা কথায় তাহাদিগকে প্রবোধ দিয়া দিন কতক ভিক্ষা করিতে করিতে দেশে আসিয়া পৌঁছিল। হংসরাজ ওরফে বংশেশ্বর, ওরফে উড়ে ভাঁড়ারীর কর্ত্তা বাবু, ওরফে দালাল গরব রাও কোন্ পথ দিয়া কোন্ দেশে গিয়া আশ্রয় লইল, দন্তহীন ব্যাঘ্র কোন্ গর্ত্তে লুকাইল,—শীঘ্র খুঁজিয়া বাহির করে,—কাহার সাধ্য?

লক্ষটাকা জুয়াচুরী! কথাটা কিছু সামান্য নয়,—শীঘ্র অনুসন্ধান থামে নাই,—কোন কোন চিহ্ন অবলম্বনে পুলিশের লোকেরা মথুরানগরে ছুখলাল তেওয়ারীকে ধরে। বোকা কি না?—গাফিলীতেই ধরা পড়ে। গোটা কতক শক্ত শক্ত সওয়ালে আর গোটাকতক জুতা লাথীর গুঁতায় সব দোষ স্বীকার করিয়া ফেলিল। বাণীকারকে গ্রেফ্‌তার করিবার জন্য বিস্তর চেষ্টা হইল,—দুই বৎসরেও পাওয়া গেল না। গরীব জহুরী লক্ষ টাকা হারাইয়া বড়ই দম খাইয়া গেল! বিচারে রাজাসাজা-ছুখলাল তেও-রীর পাঁচ বৎসর মেয়াদ হয়।

হংসরাজ তখনও পর্য্যন্ত নিরাপদ! লক্ষটাকায় অনেক দিন বাবুয়ানা চলে, কিন্তু অধর্ম্মের টাকা উড়িয়া যাইতে কতক্ষণ লাগে?—একটা জঘন্য সহরে একটা গোপিনীর কুহকফাঁদে জড়াইয়া পড়িয়া তিন মাস পূর্ণ হইতে না হইতেই প্রেমিকরাজ হংসরাজ সেই জুয়াচুরীর লক্ষটাকায় জল দিল। অবশেষে সেই বেশ্যাটাকে প্রাণে মারিয়া তাহার অলঙ্কার পত্র চুরী করিয়া এককালে বঙ্গদেশে হাজির।

সপ্তম কাণ্ড।

রিফাইন্ ভিকারী।

মুষ্টিভিক্ষা প্রার্থনা করিলেই কেবল ভিকারী হয় না,—যে যাহা ভিক্ষা করে সেই তাহার ভিকারী। আমাদের দেশে অনেক প্রকারে ভিক্ষা করিবার প্রথা অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। পিতৃমাতৃ দায়, কন্যাদায়, দরিদ্র বিপ্রসন্তানের উপনয়ন, অন্নাসন ইত্যাদি দায় উপলক্ষে গরীব লোকেরা ধনবান লোকের দয়া ভিক্ষা করে। কোন কোন ভট্টাচার্য্যব্রাহ্মণ প্রায় দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বৎসর ২ দুর্গা পূজা করেন! পথের গায়ক সম্প্রদায় গৃহস্থ লোকের দ্বারে দ্বারে কখন বা পথে পথে নানা প্রকার ধর্ম্মসঙ্গীত গান করিয়া নিত্য নিত্য ভিক্ষা করে, ইহা ছাড়া মুষ্টিভিক্ষাপ্রত্যাশী শত শত অভাগা গরীব অবশেষে বৈষ্ণব বৈষ্ণবী; ফকির, মোল্লা, সন্ন্যাসী ইত্যাদি নানা প্রকার ভেক ধারণ করিয়া দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে! গৃহস্থকে ঠকাইবার মতলবে কত কত বলবান্ লোক ভিকারী সাজিয়া ভিক্ষা করিবার ছলে চুরী ডাকাতীর সুলুক সন্ধান জানিয়া যায়, কত কত লোক মহাভয়ঙ্কর মৌতাতের দায়ে কানা, অন্ধ, বধীর এবং (চণ্ডালও) ব্রাহ্মণ সাজিয়া ঠিক্ যেন কালোয়াতি সুরে সহরের রাস্তায় উচ্চৈঃস্বরে ভিক্ষার জন্য চিৎকার করে! কেহ কেহ বা খোঁড়া সাজিয়া ভিক্ষা করে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চাকা দেওয়া একপ্রকার বাক্স প্রস্তুত করে, তাহাই খোঁড়া লোকের বসিবার গাড়ী হয়। বালক, স্ত্রীলোক অথবা গরু সেই গাড়ী সহরের পথে পথে টানিয়া লইয়া বেড়ায়। এ প্রকার ভিক্ষুক আজ কাল কলিকাতা সহরেই অধিক! এই প্রকাব একজন খোঁড়া ভিকারী একবার একদিন বেলা দশটার সময় ঐ প্রকার শকটে আরোহণ পূর্ব্বক ধর্ম্মতলার পূর্ব্বাংশে জানবাজারের রাস্তা দিয়া ভিক্ষা চাহিতে যাইতেছিল, পথে একজন সাহেবের একটা ঘোড়া খ্যাপে! গাড়ীচড়া খোঁড়াভিকারী অত্যন্ত ভয় পাইল! খোঁড়ামনুষ,—উঠিবার শক্তি নাই,—করে কি? ভয় পাইয়া বহু দূরস্থিত ঘোড়াটাকে হাত নাড়িয়া তাড়াইবার সঙ্কেত করিতে লাগিল! ঘোড়া তাহা শুনিল না,—কবির অনুপ্রাসে মিল মিলাইবার অভিপ্রায়েই সেই ক্ষিপ্ত অশ্বটা ঐ অভাগা হতভাগা খোঁড়ার দিগেই

ছুটিয়া আসিতে লাগিল। খোঁড়া তখন কি করে? প্রাণের ভয়,—ঘোড়া আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়িলেই প্রাণ যাইবে। পা অপেক্ষা প্রাণ বড়, অতএব আর খোঁড়া হইয়া গাড়ীর ভিতর বসিতে না পারিয়া সজোরে তড়াক্ করিয়া গাড়ী হইতে লাফাইয়া রাস্তায় পড়িল! পড়িয়াই উৰ্দ্ধশ্বাসে গলির ভিতর দিয়া দৌড়। "খোঁড়া পলাইল,—খোঁড়া পলাইল" বলিয়া রাস্তার মাঝখানে চিৎকার পড়িয়া গেল। আর খোঁড়া! খোঁড়া তখন একবারেই গঙ্গা পার। এই প্রকারের খোঁড়াভিকারী কলিকাতা সহরে অনেক। বোধ হয় ইহাদের ভিতর কলিকাতা পুলিশের চেনা লোকও অনেক। যে কয়েক শ্রেণীর নাম করা গেল,—তাহা ছাড়া আরও অনেক শ্রেণীর আসল গরীব, আসল ভিকারী, নকল গরীব, জাল গরীব, সাজা ভিকারী, অসংখ্য প্রকার গরীর ভিকারী এই বিস্তৃত রাজ্যের দেশে দেশে নানা স্থানে ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়, তাহারা সকলেই ভিক্ষুক;—সোজা কথায় সকলের চক্ষে সকলেই তাহারা ভিকারী।

এত ভিকারীকে ভিক্ষা দেয় কাহারা? আজ আমি এই গুরুতর প্রশ্নের মহৎ মহৎ উচ্চতম জাতীয় গৌরবের দর্প করিয়া উত্তর দিতে চাহিতেছি, "এত ভিকারীকে ভিক্ষা দেয় হিন্দুরা।" ধৰ্ম্মার্থে,—পুণ্যার্থে,—গরীবের দুঃখ মোচনার্থে,—এবং কেহ কেহ বা নাম লাভের আকাঙ্ক্ষায়,—কেহ কেহ বা আমোদ করিবার অভিলাষে ভিকারীকে ভিক্ষা দিতেন; এখনও কেহ কেহ দেন! কিন্তু সহর বিশেষে বেশীর ভাগেই প্রায় মুষ্টিভিক্ষা পর্য্যন্ত অনেক স্থলে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। পল্লিগ্রামেও বোধ হয় ক্যারাণীরা ক্রমে ক্রমে এই পুণ্যটী লইয়া যাইবেন। কেন না, তাঁহারা হন সাহেবের লোক; সাহেবেরা রাস্তার ভিকারী দেখিলে ধরিয়া পুলিশে দেন। পুলিশের বিচারে মুষ্টিভিক্ষা উপজীবীর দশটাকা জরিমানার হুকুম হয়। এই ত ব্যাপার।—এই ত সিদ্ধান্ত।—ভিক্ষুকের অনুকূলে ইংরাজী পুলিশের বিচার ত এই পর্য্যন্ত।—ইহা দেখিয়াই সুতরাং সাহেবের লোকমাত্রেই ঐ প্রথাকে সুপ্রথা মনে করিবেন,—এটা বড় বিচিত্র বোধ হয় না।

সে কথায় আমাদের প্রয়োজন নাই। রিফাইন ভিকারী কি প্রকার, সর্ব্বাগ্রে তাহাই দর্শন করিতে হইবে। রিফাইন ভিকারী সাধারণ দলে বড় অধিক পাওয়া যাইবে না। দুশ্চরিত্র স্কুলবয়েরা এবং দেউলে বাবুর ছোট

ছোট বাবু-ছেলেরা শীঘ্র শীঘ্র বাবু হইবার দুরাশায় "ভিক্ষা করিবার জন্য" দেশহিতৈষী সাজে! আগেকার একঘেয়ে রকমের ভিক্ষাতে এখন আর বড় রং নাই, আদর নাই, তাদৃশ মুনাফাও নাই! যাহা কিছু আছে, তাহা অতি অল্প! তাহাতে শীঘ্র শীঘ্র বাবু হওয়া যায় না! লাফাইয়া বাবু হওয়া যাহাদের আকাঙ্ক্ষা, সেকালের একঘেয়ে ভিক্ষাতে তাহাদের মনের আশা পূর্ণ হয় না। তাদৃশ বাবুর বাবুগিরীগুলা, নিতান্ত ছোট কথা নয়! যেমন আকাঙ্ক্ষা, তেমনি উপার্জ্জন হওয়া আবশ্যক! লেখা পড়ার জোর, পিতৃ-পিতামহের ভাল সময়ের নামের জোর, কোন কোন স্থলে উষ্ণ শোণিতের শক্তিতে গায়ের জোর,—তিন জোর একত্র! বুদ্ধির অভাব হয় না! কাজেই সেইসকল দলের মস্তকে রিফাইন-কেতার ভিক্ষার প্রণালীর উদয় হইয়াছে। সভা, লাইবেরী, মেয়েস্কুল, ধর্ম্মসমাজ, ঝড়, দুর্ভিক্ষ, জলপ্লাবন, ম্যালেরিয়া, ওলাউঠা, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি উপদ্রবে যাহাদের অত্যন্ত কষ্ট,—তাহাদিগকে কিছু সাহায্য দেওয়া,—ইত্যাকার নানা প্রকার নবীন নবীন সাধুকার্য্য উপলক্ষে সাধারণের নিকটে বাবু লোকেরা ভিক্ষা করেন। ইহার নাম রিফাইন ভিক্ষা। যাঁহারা এই প্রকারে ভিক্ষা করেন, তাঁহারা রিফাইন ভিকারী। আমরা যদি রহস্য করিয়া এমন কথা বলি, কেহ হয় ত তাহাতে আমাদের উপর রাগ করিবেন না।

এই রিফাইন ভিক্ষার ভিতর আরও এক প্রকার চমৎকার কৌতুক আছে। পূর্ব্ব সম্ভ্রমের নামের জোরে যাঁহারা দেশের হিতের জন্য ভিক্ষা করেন, তাঁহাদের ভিক্ষা,—প্রায়ই আইসে।

যাহাদের নাম গন্ধ কিছুই নাই,—তাহারাও দেশহিতৈষীর দলে গণ্য হইয়া দেশহিতৈষীতার আবরণে অনায়াসেই মনের মত ভিক্ষা পায়। ইহা অবশ্যই রিফাইন কেতার ভিক্ষা। এপ্রকার ভিক্ষার মধ্যে কতগুলি ঠিক,—কতগুলি তাহার বিপরীত, সম্পূর্ণ রূপে তাহা বুঝিয়া নিরূপণ করা এক্ষণকার বাজারে অত্যন্ত দুরূহ।

গ্রন্থাদি প্রচার কল্পেও রিফাইন প্রণালী প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শুদ্ধ ডাকমাশুল লইয়া বহুমূল্যের পুস্তক বিনামূল্যে দান করা; একখান সমান্য পুস্তক অথবা সম্বাদপত্রের গ্রাহক হইলে সেই সেই গ্রাহককে বহুমূল্যের বস্তু উপহার দান করা ইত্যাদি প্রণালী নূতন শুনা

যাইতেছে।—ইহাও অবশ্য রিফাইন কেতা। এ প্রথা দ্বারা সাহিত্য-সংসারের উপকার হইতেছে কি না, সাহিত্যসংসার তাহা গণনা করিবেন।

কোন কোন শিক্ষকের মুখে আমরা শ্রবণ করিয়াছি, তিনি স্পষ্টাক্ষরে মুক্তকণ্ঠে বলেন, পূর্ব্বোক্ত প্রকারের গ্রন্থ অথবা সম্বাদপত্রাদির গ্রাহক সংগ্রহ করিব, এ পদ্ধতিটীও রিফাইন কেতার ভিক্ষা করা।—ন্যায়শাস্ত্রানুসারে তর্ক করিলে ঐ মীমাংসাই শেষ দাঁড়াইবে। প্রথাটী যে দিন হইতে সমুত্থিত হইয়াছে,—বহু লোকে যদি তাহা অনুকরণ করিবার চেষ্টা না করিতেন, তাহা হইলে বোধ হয়, এতদূর প্রবল হইয়া উঠিত না।

বাবু হংসরাজ ঐ সকল প্রকারের কোন প্রকারের ভিক্ষা অবলম্বন করিবেন, এই অভিপ্রায়েই পশ্চিম রাজ্যে ভাল ভাল জুয়াচুরী করিয়া স্বদেশে আসিয়াছেন। বঙ্গদেশেই ঐ সকল ভিক্ষা ভাল চলে। অন্যদেশে এমন হয় না। হংসরাজ আপনার বুদ্ধিবলার্জ্জিত জুয়াচুরীশ্রমার্জ্জিত কতকগুলি অর্থ বঙ্গদেশে আনায়ন করিয়াছেন। পাওনাদার মহাজনেরা হতাশ হইয়া ঘুমাইয়াছেন,—কিন্তু ছোট ছোট মহাজনেরা কিম্বা দোকানদারেরা ঘুম দিবার সময় পায় না, তাগাদা করে,—দেখা পায় না, ফিরিয়া যায়; তথাপি নিকটের লোকেরা প্রায় প্রত্যহই তাগাদা করে, দূরের লোকেরা কিছু বিলম্বে বিলম্বে তাগাদা পাঠায়, তাগাদা বন্ধ হয় না।

হংসরাজ সাত রাজার দেশ মারিয়া ফিরিয়া আসিলেন, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাওনাদারেরা তাগাদাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে দেয় নাই,—তাগাদা তাঁহার বাড়ীতেই বিরাজ করিতেছিল, এই বার তাগাদার খোদ বাবু হাজির। রোজ রোজ অনেক লোক তাগাদায় আইসে,—কিছুই পায় না,—গাল গালী দিয়া চলিয়া যায়। হংসরাজ তাহাতে বড় একটা কাণ দেন না। কত লোক আসিল,—কত লোক ফিরিল,—কত লোক কাঁদিল,—কত লোক শাসাইল,—হংসরাজ তাহা দেখিলেন,—হংসরাজ তাহা শুনিলেন; লোম কাঁপিল না,—সেই ঘোলওয়ালা গোয়ালা এবং তেলওয়ালা কলু বারম্বার তাগাদা করিল,—পাইল না। দিন কতক খুব প্রচার হইয়াছিল, একজন শুঁড়ীর বেহারা সাবেক মদের টাকার দরুণ রাস্তায় তাগাদা করিয়া হংসরাজকে আগাগোড়া জুতার প্রহারে বেদম্ করিয়াছিল। উদারস্বভাব হংসরাজ তথাপি শুঁড়ীর দেনা পরিশোধ করেন নাই। আহা! লোকটার

জন্য দুঃখ হয়।—হাতে তখন টাকা ছিল,—কিছু কিছু করিয়া দিলে সকলকেই হয়ত থামাইতে পারিত,—কিছুই দিল না,—অপমানের কিছুমাত্র বাকী রহিল না,—তথাপি যেন কিছুতেই ভ্রুক্ষেপ নাই। লোকে বলে, জুয়াচোরমাত্রেই ঋণ-ছ্যাচোড় হয়।—পরিশোধ করিবার ক্ষমতা থাকিতেও পরিশোধ করে না। কেন করিবে?—যাহার যাহা লইব,—এজন্মে আর তাহাকে তাহা দিব না;—এই অপূর্ব্ব সংকল্পে যাহাদিগের ব্রত আরম্ভ, তাহারা যদি দ্রব্য লইয়া মূল্য দেয়, কিম্বা ঋণ লইয়া ঋণ পরিশোধ করে, কিম্বা যদি চুরী করিয়া চোরামালগুলি মাথায় করিয়া গৃহস্থের বাড়ীতে ফিরিয়া পৌঁছিয়া দেয়, তাহা হইলে জুয়াচোর নামের গৌরব থাকিবে কেন?—চুরীর গৌরব, জুয়াচুরীর গৌরব যে সকল লোকের হৃদয়ের সঙ্গে শক্ত করিয়া বাঁধা,—তাহারা যদি তাহাদের অবলম্বিত ধর্ম্মের অপলাপ করিতে সাহসী হয়,—তাহা হইলে সহর-দেবতা গ্রাম্য-দেবতা ধর্ম্মরাজের জন্মকাল নামে কলঙ্ক পড়িবার ভয় থাকিত।

যাহারা জুয়াচুরী করে, তাহারা পাপী।—ধার্ম্মিকেরা এই কথা বলেন। যাহারা ধর্ম্মের নামে জুয়াচুরী করে, তাহারা যে কত বড় পাপী, ধার্ম্মিকেরা তাহার সীমা করিতে পারেন না।—আমাদের এই অভাগা দেশে আজ কাল ধর্ম্মের নামেও ভিতরে ভিতরে জুয়াচুরী চলিতেছে।—কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান্, কি ব্রাহ্ম, কি আর কিছু, কোন ধর্ম্মাবলম্বীকে লক্ষ্য করিয়া ইহা বলা হইতেছে না। ধর্ম্মকে লইয়া খেলা করিতে গেলেই সমাজের গায়ে আঘাত লাগে।—সমাজের অপরাপর ব্যবহারে জুয়াচুরী চলিতেছে,—ধর্ম্মটী যদি খাঁটী থাকে তাহা হইলে ক্রমেই জুয়াচুরী কমিয়া যায়, যত দিন তাহা না হইবে, ততদিনে সমাজ সংস্কারের আশা বড় একটা নিকটে আসিবে না। জুয়াচুরী নিবারণের জন্য কিম্বা জুয়াচুরী বাড়াইবার জন্য বঙ্গীয় যুবকগণ যে প্রকার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা অনেক স্থলেই ফল হইতেছে,—শুধু কেবল বাঙালীর মুণ্ডু!

অষ্টম কাণ্ড।

(সমাজ কল্পে।)

এইবারে মুণ্ডুমালা।

হংসরাজ একটী সভা করিয়াছেন। কলিকাতার গঙ্গাপারে ভাঙ্গা বাংলায় নহে, হংসরাজ সে বাংলাটীর মায়া ছাড়িয়াছেন।—তেল ঘোল ইত্যাদি দুরন্ত জিনিসেরা তাঁহাকে ঐ বাসস্থানটী ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য করিয়াছে! হংসরাজের মাতা আপনার অবশিষ্ট পরিবারগুলি লইয়া হংসের পরিত্যক্ত বন্ধকী ভদ্রাসনে বাস করিতেছেন। পূর্ব্ব বর্ণিত পরিবারেরা সকলেই জীবিত,—সকলেই শুষ্ক,—সকলেই বাধ্য। বেশীর ভাগে যোগ হইয়াছে একজন আধমরা সরকার। সেই সরকার এক একবার গোমস্তা হয়,—এক একবার খানসামা হইয়া ঘর সংসারের পাটঝাঁট করে, এক একবার বাজারসরকার হইয়া অর্দ্ধ পয়সার তৈল, অর্দ্ধ পয়সার লবণ, সিকি পয়সার লঙ্কা ইত্যাদি নিত্য নিত্য দোকান হইতে নগদ কিনিয়া আনিয়া দেয়। সরকারের বেতন আছে ২॥০ টাকা। ইহা ছাড়া খোরাক পোশাক। খোরাকের কথিত বন্দোবস্ত এই প্রকার,—যে দিন বৈকালে রন্ধন হইবে না, সে দিন সরকার রাত্রিকালে উপবাস করিবে। দিনের বেলা যে দিন নিমন্ত্রণ থাকিবে, সরকার সে দিন খোরাকীর পয়সা নগদ আনিয়া গৃহিণীর হস্তে অর্পণ করিবে। গৃহিণীকে জানাইয়া নিমন্ত্রণে গেলে মূল্য দিতে হইবে না।—নতুবা যে কারণেই হউক, একবেলা সরকারের গরহাজিরীতে ভাত নষ্ট হইলে, বেতন হইতে মূল্য কাটিয়া লওয়া যাইবে; এই নিয়মে সরকার নিযুক্ত! কথা আছে বেতন আড়াই টাকা।—সরকার পাঁচমাস কাজ করিতেছে, পাঁচ অর্দ্ধেক আড়াই পয়সাও প্রাপ্ত হয় নাই। একবার জর হইয়াছিল,—সাত দিনের পর একজন হাতুড়ে ডাক্তার ডাকা হয়, তাহার।০ চারি আনা ভিজিট সরকারের ভোজনের থালা বন্ধক দিয়া পরিশোধ করা হইয়াছিল।

হংসরাজের মাতার কিছু টাকা ছিল। মাতা অর্থে—গর্ভধারিণী মাতা নহেন,—কলমের চারা রোপণকর্ত্রী। হংসরাজ পলায়ন করিবার পাঁচ সাত দিন পরেই গৃহিণীঠাকুরাণী সরকারী খরচে এই সরকার নিযুক্ত

করিয়াছেন। যাহাই করুন, দেশের মানুষ দেশে আছেন ;—সুখে থাকুন, হংসরাজ এখন গেলেন কোথা ?

হংসরাজ বড় নিকটে নাই। তাগাদার জ্বালায় পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশের আইন বর্জ্জিত,—ইংরেজের আইন বর্জ্জিত মানভূমজেলার ক্ষুদ্র এক গ্রামে গিয়া হংসরাজ এক সভা করিয়াছেন। সভার আসবাব পঞ্চরং।—সভার উদ্দেশ্যও পঞ্চরং।—নিগূঢ় কথায় এই সভাকে আকাশফোঁড়া সভা বলিয়া বুঝাইলে পাঠক মহাশয়েরা শীঘ্র ইহার ভাবার্থ বুঝিতে পারিবেন। সভা আকাশ ফোঁড়া।—কখন বিদ্যুতের মত একটু একটু দেখা যায়,—কখন অস্তিত্ব পর্য্যন্তও অনুভূত হয় না। সভার নাম "হট্টভঙ্গিনী সভা।"

উদ্দেশ্য পঞ্চরং,—একথা বলিবার উদ্দেশ্য এই যে, সভায় অনেক রকম বক্তৃতা হয়। অনেক রকম অনুষ্ঠান পত্র প্রকাশ পায়।—অনেক রকম রং বেরং চিঠিপত্র লেখা হয়।—কুক্কুট মাংস রন্ধন হয়।—মধ্যে মধ্যে পয়সা জুটিলে সুরাদেবীর সেবা হয়।—হট্টভঙ্গিনী-সভার এত কাজ।

একদিন একব্যক্তি সেই সভার একখানা মোহর করা চিঠি রাস্তায় কুড়াইয়া পায়। চিঠিতে হট্টভঙ্গিনী-সভার সম্পাদকের সাক্ষর মোহর। হয় ত সেই চিঠিখানা ডাকে পাঠান হইতেছিল, পথে পড়িয়া গিয়াছে। চিঠিতে লেখা ছিল বড় চমৎকার চমৎকার কথা।—

চিঠি বলিতেছে, "মহাশয়ের তুল্য ধন্য, বদান্য,অগ্রগণ্য,দাতা, মহাত্মা, ধর্ম্মাত্মা পৃথিবীতে নাই। আমরা শতাধিক বন্ধু একত্র মিলিত হইয়া এই "হরিবোল" নামক ক্ষুদ্রগ্রামে একটী বালিকাবিদ্যালয় সংস্থাপন করিয়াছি। সেই বালিকা বিদ্যালয়ের সঙ্গে একটী লাইবোরী আছে। লাইবোরীর কাজের শৃঙ্খলা করিবার জন্য ভাল ভাল লোকের যত্নে "হট্টভঙ্গিনী" নামে এই গ্রামে একটী সমাজসংস্কারিণী-সভা সংস্থাপন করিয়াছি। মহাশয়! অনুগ্রহ পূর্ব্বক এই সকল কার্য্যে উৎসাহ দিবার নিমিত্ত মাসে মাসে আমাদিগকে কিছু টাকা পাঠাইয়া দিলে শীঘ্রই আমরা বালিকাবিদ্যালয়ের সঙ্গে বালক-বিদ্যালয় বাড়াইয়া দিব। আরও শীঘ্র একটী ধর্ম্মসভা সংস্থাপনেও সংকল্প আছে। অতিথিশালা স্থাপন করিব,—নিকটে বাজার বসাইব,—রাস্তা ঘাট বাঁধাইয়া দিব,—যাহাতে দেশের কল্যাণ হয় মহাশয়ের

নাম ও মহাশয়ের প্রসাদে তাহাতে আমরা নিশ্চয়ই জয়ী হইতে পারিব। এ কার্য্যে মহাশয়ের নাম জগত সংসারে ধন্য ধন্য হইবে। বালক-বিদ্যালয়ের মাথার উপর সোনার অক্ষরে মহাশয়ের নাম খোদাইয়া দিব।”

সভা করিয়া অবধি হংসরাজ এখন বীরেশ্বর সরস্বতী নামে ভেকধারী হইয়াছেন। তিনিই হট্টভঞ্জিনী-সভার সম্পাদক। আরও বড় জোর পাঁচ সাত জন ইয়ার গোছের কাঁচা কাঁচা জুয়াচোর এই সঙ্গে মিলিত হইয়াছে। উহারা ঐ প্রকার চিঠিপত্রে সহর ও মফঃস্বলের বড বড় লোককে ঠকাইয়া সাধারণ হিতকর কার্য্যের নাম করিয়া টাকা লইয়া মদ খায়। এই তাহাদের সভা,—এই তাহাদের বিদ্যালয়,--এই তাহাদের লাইবেরী,—এই তাহাদের মুণ্ডু!

সভা আছে,—গ্রামের লোকেরা তাহা জানে না।—বিদ্যালয় আছে, সেখানে ছাত্রছাত্রী যায় না।—লাইবেরী আছে,—সেখানে কাগজের গন্ধমাত্র নাই।—সভা আছে,—সেখানে মাঝে মাঝে কেবল জুয়াচুরীর বুদ্ধি আঁটা আর মদমুর্গীর শ্রাদ্ধ করা ভিন্ন কোন কার্য্যই নাই।—অথচ মফংস্বলের বড় বড় জমিদারদের নামের বড় বড় চিঠিরা বলে, “আছে। আছে।—আছে।—” আছে।—আছে।—আছে।—বাস্তবিক ঠিক যেন আছে সব,—কিন্তু ফলের বেলা দেশহিতৈষীতার পোশাক পরিয়া,—বায়সগাত্রে ময়ুরপুচ্ছ ঢাকা দিয়া,—দূরদূরান্তরবাসী যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ধনবান্ ভাল মানুষগুলিকে পদে পদে ঠকাইয়া বদমাস্ দলের ভয়ানক ভয়ানক দুষ্কার্য্যে উৎসাহ দেওয়া,—প্রশ্রয় দেওয়া,--তাহাদের জুয়াচুরী মতলবকে বাড়িতে দেওয়া,—তিলমাত্রও উচিত নহে। যেখানে সেখানে সত্য সত্য ঐ প্রকার বিদ্যালয ইত্যাদি আছে, সেখানেও অন্য জুয়াচোরে সেই বিদ্যালয়ের উন্নতির ছল করিয়া বড় লোকের নিকট টাকা ঠকাইয়া লয়;—ইহাও মধ্যে মধ্যে শুনা যায়। হংসরাজ মধ্যে মধ্যে শুনাইবার পাত্র ছিলেন না, সর্ব্বদাই তিনি দেখাইতেন, কেমন করিয়া রিফাইন কেতার জুয়াচুরী শিক্ষা করিতে হয়। ইত্যগ্রে আমরা যে রিফাইন ভিকারীর কথা বলিয়াছি, তাহারা রিফাইন কেতার ভিক্ষা করে; কিন্তু এই হংসরাজের দলের তুল্য জুয়াচোর দল প্রকারান্তরে ঐরূপ ভিক্ষা করিবার অছিলায় পদে পদেই জুয়াচুরী করে।—ভাল মানুষের সর্ব্বনাশ করে।—বুকে বসিয়া দিনের বেলা

ডাকাতি করে। এ প্রকার বদমাস্ জুয়াচোর আমাদের এই বঙ্গদেশে কত আছে,—মিথ্যা মিথ্যা সৎকার্য্যের ছল করিয়া প্রদেশস্থ সদাশয় ধনপতি-গণের বহুপ্রয়োজনীয় অর্থ অকারণে শোষণ করে,—সেই অর্থে মদ খায়, সেই অর্থে দাঙ্গা করে.—সেই অর্থে বেশ্যা পোষে,—সেই অর্থে বিবাদ বাধায়,—সেই অর্থে মকর্দ্দমা করে,—সেই অর্থের জোরেই গ্রামের ভিতর দৌরাত্ম্য করিতে সর্ব্বক্ষণ অগ্রসর। এ দলকে ছিন্নবিছিন্ন করা দেশের লোকের এতদূর কর্ত্তব্য হইয়া উঠিয়াছে যে, ইহার জন্য ফৌজদারী আদালতের সাহায্য লওয়াও নিতান্ত অনাবশ্যক বোধ হইতেছে না।

হংসরাজ ভিক্ষা করিয়া খায়।—ভিক্ষার কথাটা শ্রবণ করিতে কাহারও যদি কষ্টবোধ হয়;—কেন না, পূর্ব্বে বড় লোকের দত্তকপুত্র ছিল, নিজেও খুব বাবু হইয়াছিল, তাহার পক্ষে ভিক্ষা কথাটা বড়ই কষ্টকর।—বড়ই অপমানের কথা।—অত অপমান অপেক্ষা বরং অবলম্বিত ব্যবসায়ের আগে-কার উপাধিটীই ভাল,—যথা হংসরাজ জুয়াচোর। এক একবার এই উপাধিটাকে আর এক চক্র ঘুরাইয়া লইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মনুষ্যেরা মনুষ্যলোকে বিলক্ষণ হট্টগোল লাগাইত। সকলের সম্মুখেই উপাধি,—জুয়াচোর হংসরাজ।

হংসরাজের পক্ষে এ উপাধিটী ভাল! হংসরাজ ভিক্ষা করিয়া খায়, একথাটা ভাল নয়। হংসরাজের ইয়ারেরা ভ্রমক্রমে মধ্যে মধ্যে বীরেশ্বর বলিতে হংসরাজ বলিয়া ফেলে,—হংসরাজ তখন কাঁপিয়া উঠেন!

রিফাইনভিক্ষা এবং রিফাইন জুয়াচুরীর অনেক কাণ্ড বিলাত হইতে আসিতেছে। যেখানে যে দেশের লোক অধিক আইসে, সে খানে সে দেশের লোকের ভাল মন্দ, গুণ দোষ সব রকম আমদানী হয়। তাহা বারণ করিবার উপায় নাই। ইংরেজ কি প্রকারে জুয়াচুরী করে,—ইংরেজের মেমেরা কি প্রকারে চুরী করিয়া বেড়ায়,—মেমেরা কি প্রকারে পতির প্রেমে জুয়াচুরী করে,—ইত্যাকার অনেক প্রকার বিভৎসসংবাদ ইংরাজী ছাপার কাগজে ছাপিয়া দেওয়া হয়। এ দেশের উন্মত্ত যুবকেরা তাহা পাঠ করিয়া যদি ঘৃণা বোধ করেন, তাহা হইলে এ দেশের তত অনিষ্ট হয় না, কিন্তু তাঁহারা করেন কি?—শীঘ্র শীঘ্র অণুকরণের আগুণ জ্বালিয়া আমাদের অন্তঃপুর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। পাঠকদলের মধ্যে যাহারা যাহারা

ঐ প্রকারের নূতন নূতন দুষ্কার্য্যের সূত্র অন্বেষণ করে,—তাহারা ঐ সকল সভ্যদেশ প্রস্তুত নূতন বিবরণ পাঠ করিয়া শীঘ্র শীঘ্র সভ্য হইতে ধাবিত হয়,—ক্রমশঃই বাঙালীর মুণ্ডু হইতে বৃদ্ধি হয়।

বিলাতী জুয়াচুরীর মধ্যে আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য গল্প আছে। একবার এক-বিবি বহুদেশ ভ্রমণ করিয়া বহুলোকের অনেক বহুমূল্য দ্রব্য চুরী করিতে ছিল। কেহই ধরিতে পারে নাই। সমস্ত পুলিশে হুলিয়া ছিল,—ওয়ারেণ্ট ছিল,—সর্ব্বত্র গোয়েন্দা ছিল,—তথাপি ধরা পড়ে নাই। একবার গোয়েন্দার বিশেষ সন্ধানে এক রেলওয়ে ষ্টেশনে সেই বিবি ধরা পড়ে। যিনি ওয়ারীণ লইয়া ধরিতে যান, সেই ইনেস্‌পেক্টর সাহেব বিবিকে সেলাম করিয়া ওয়ারেণ্ট দেখাইলেন,—বিবি সমস্তই কবুল করিলেন,—ধরা দিলেন,—হাতে একটী ব্যাগ ছিল,—ব্যাগের মধ্যেই চোরা মাল ছিল, চোরবিবি সেই সকল চোরা মালের তল্লাসীর জন্য ইনেস্পেক্টরের হস্তে ব্যাগের চাবিটী দিলেন!—দেখুন সকলে চোরের কতদূর ঔদার্য্য।

ব্যাগের চাবী খুলিয়া ইনেস্পেক্টর সাহেব চোরা মাল অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ব্যাগের ভিতর খান কতক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফরসা রুমাল পাট করা ছিল। ইনেস্পেক্টর হুমড়ী খাইয়া ব্যাগের জিনিস দেখিতেছিলেন, পাট করা রুমালগুলি একে একে সরাইতেছিলেন,—নাসারন্ধ্রে সেই সকল জিনিসের ও সেই সকল রুমালের গন্ধ প্রবেশ করিতেছিল,—ক্ষণকাল মধ্যেই তত লোকের মাঝখানে ইনেস্পেক্টর সাহেব অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। বিবি সচ্ছন্দে আপনার ব্যাগ লইয়া, তত লোকের মাঝখানে নির্ভয়-হৃদয়ে, দ্বিতীয় ট্রেনে আরোহণ পূর্ব্বক অন্যস্থানে চলিয়া গেলেন। এই প্রকার বিলাতী জুয়াচুরী কাণ্ড সংবাদপত্রে ছাপা হয়। সকল দেশেই দুষ্ট লোক আছে,—দুষ্ট লোকেরা দুষ্টকার্য্যের অনুকরণ করিতে বড়ই যত্নবান্। বিবির দৃষ্টান্তে বঙ্গদেশের রাজমহলেও ইতিমধ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের এক মেল গাড়ীতে মুসলমান্ জুয়াচোরের দ্বারা ক্লোরফর্ম্ম ব্যবহৃত হইয়াছিল, শুনা গিয়াছে। লক্ষণে বোধ হয়,—ইংরাজি লেখাপড়ার বেশী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে বৈজ্ঞানিক জুয়াচুরীটা বাড়িয়া উঠিবার কোন প্রকার বাঁধা বাঁধি সম্বন্ধ আছে।

শুধু কেবল জুয়াচুরী বলিয়া নয়,—অনেক রকমেই বাঙালীর মুণ্ডু প্রকাশ

হইতেছে। সাহেব যাহা করে,—সাহেব যাহা মানে,—সাহেব যাহা বলে, তাহাই ভাল আর সমস্তই মন্দ। ইংরেজী চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে এই সকল বঙ্গীয় যুবকের হৃদয়ে এই জ্ঞান লব্ধপ্রবেশ হইয়াছে। এ সকল যুবকের পদে পদেই মতিভ্রম ঘটিতেছে। তাঁহারা সমাজ সংস্কার করিতেছেন,—যত্ন বৃথা হইতেছে,—বকাবকি সার হইতেছে,—দশের কাছে অপযশ ভাজন হইতেছেন, ফল কিছুই হইতেছে না। তাঁহাদিগের বক্তৃতার স্রোত বিপরীত দিকে প্রবাহিত হইতেছে। যদি কোন প্রকার লব্ধফলের নাম করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বড় দুঃখেই পারিতে হইবে,—বড় দুঃখেই বলিতে হইবে,—ফল হইতেছে,—শুধু কেবল বাঙালীর মুণ্ডু!

সমাজসংস্কারের বিস্তর উলট্ পালটের চেষ্টা হইতেছে, সকল কথা বলা এ পুস্তিকার উদ্দেশ্য হইবে না। অনেক বলিবার আছে,—সময় পাইলে বলিব। আজ কেবল একটী সূক্ষ্ম কথাই এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার উপসংহার হইবে।

সূক্ষ্ম কথাটী "Female Emencipetion !" নারীগণের স্বাধীনতা! আমাদের দেশে অন্য দেশের নারীর কথায় কিছুমাত্র দরকার করে না, বঙ্গীয় নারীর স্বাধীনতা-দানের জন্য জন কতক বঙ্গীয়যুবক অত্যন্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন,—তাহাতে যে কি প্রকার ফল হইবে,—আপাততঃ গোটাকতক দৃষ্টান্তেই তাহা কলিকাতার লোকে দর্শন করিতেছেন। বঙ্গবাসীর এপ্রকার পাগলামী অত্যন্ত অন্যায় হইতেছে। নারীগণকে বেশী স্বাধীনা করিবার লোভে তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ব্যাকরণের মাথা খাইয়া ফেলিয়াছেন। কুলবধূরা কুলকন্যারা পতি ও পিতার পুংলিঙ্গান্ত উপাধি ধারণ করিতেছে। যথা,—কাদম্বিনী বসু, বিলাসিনী কারফর্ম্মা ইত্যাদি। শূদ্রা কন্যার নামের পূর্ব্বে অথবা পরে আর বড় একটা "দাসী" বসে না। যে কন্যার পিতার উপাধি দাস, অথবা যে বধুর পতির উপাধি দাস, সে কন্যাকে অথবা সে বধুকে দাসী বলিবার যো নাই। দাসী বলিলেই ঐ প্রকারের যুবক দল লাঠি তুলিয়া বসিবেন। দাসের কন্যাকে অথবা দাসের পত্নীকে দাসী বলিতে পারা যাইবে না, দাস বলিতে হইবে। ব্যাকরণের এমন দুর্গতি বঙ্গীয়নারীগণকে স্বাধীন করিবার জন্যই বোধ হয় বঙ্গবাসীগণ নির্লজ্জ নয়নে পুনঃ পুনঃ দর্শন করিতেছেন।

যাঁহারা বক্তৃতা করিয়া বেড়ান, তাঁহাদের মূলমন্ত্র "ভারত-উদ্ধার"! এই হাস্যকর কথাটা উঠিয়াছে। বক্তৃতাওয়ালাদের ঐটা হুজুকের মন্ত্র দাঁড়াইয়াছে, সকলেই বলে ভারত উদ্ধার! সকলের মুখেই ভারতউদ্ধার! এ উৎপাত কতদিনে পুরাতন হইয়া যাইবে, আমরা শীঘ্র শীঘ্র সেই দিনের প্রতীক্ষা করিতেছি। ভারতউদ্ধার বাদে যে সকল গুরুতর কার্য্যভার বঙ্গবাসীর মস্তকের উপর ঝুঁকিয়া রহিয়াছে, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই, যত্ন করিলে যে সকল কার্য্য অনায়াসেই সংসাধিত হয়, অযত্ন করিয়া সেই সকল কার্য্যের প্রতি ঘৃণা বৃদ্ধি করা হইতেছে। সমাজের যাহাতে যথার্থ কল্যাণ হয়, সে দিকে অন্ধ থাকিয়া অকল্যাণের দিকেই বেশী লালসা পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। প্রথা যাহা বলিবে, বক্তৃতার কথা তাহার বিপরীত বলিবে, কথা অনুসারে কাজ করিবার ক্ষমতা নাই,—বৃথা আস্ফালন করিয়া কেবল স্বদেশের আত্ম লোকের পরকাল খাইবার চেষ্টা। ভাল বক্তারা আমাদিগকে ক্ষমা করিবেন,—যাঁহারা স্বদেশের তত্ত্ব জানেন,—সমাজের তত্ত্ব বলেন,—তাঁহারা ধন্যবাদের পাত্র, কিন্তু যাহারা শূন্যগর্ভ ভারত উদ্ধারের ধুয়া তুলিয়া নাচিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে একটু শান্তকরা নিতান্ত আবশ্যক। ভালর নামে ভালর দিকে শূন্য, মন্দের দিকে কাজিল। এ প্রকার অলক্ষণকে লোকে আর কি বলিয়া সুলক্ষণ ভাবিবে? কাজেই অনেক লোকে প্রায় সর্ব্বদাই আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন, সমাজসংস্কারের নামে যাহা কিছু দেশের উপকারের চেষ্টা হইতেছে, আর্সী দিয়া মুখ দেখিলে বোধ হয় অনেকেই দেখিবেন, ঠিক যেন বাঙালীর মুণ্ডু! ভিতরে ভিতরে অনেক জায়গায় আঁকা রহিয়াছে,—বাঙালীর মুণ্ডু!

সম্পূর্ণ।